www.YaNabi.in

ইমামে আযম আবু হানিফা

ইমামে আযম আবু হানিফা

মুফতী মহম্মদ জুবায়ের হোসাইন
রেজবী মুজাদ্দেদী

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ওয়েব সাইটঃ www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৭৮৬/৯২

امام اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ

-ঃ ইমাম আযম ঃ-

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

মুফতী মহম্মদ জুবায়ের হোসাইন

মুজাদ্দেদী রেজবী

মোবাইল নং-৯৫৬৪৫০০৭৩০

হাদিয়া ৫০ টাকা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

—ঃ প্রকাশক ঃ—

সাঈদ বুক ডিপো

মোঃ সাঈদুর রহমান আশরাফী

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ

মোবাইল নং—9933494670

গ্রন্থস্বত্ব-লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

সাঈদ বুক ডিপো

মোঃ সাঈদুর রহমান আশরাফী

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ

অক্ষর বিন্যাস

[illegible] প্রিন্টিং প্রেস ও [illegible]

নশীপুর বড় জুম্মা মসজিদের নিকটে

পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ঃ থানা–রানীতলা ঃ জেলা–মুর্শিদাবাদ

বই, পত্রিকা, পোষ্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স, কার্ড, মেমো সাদা কালো ও রঙ্গিন ছাপতে যোগাযোগ করুন।

সাক্ষাতে বা মোবইলে, নং-9733527526

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

—ঃ ভূমিকা ঃ—

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي زين منزلة المؤمنين بكمال العلم

ورفع درجة العالمين بمعالي كلماته وشرح صدور المؤمنين

محمد سيد المرسلين وآله والصلوة على النبي واسعده

والسلام على آله وصحبه واحبابه.

হযরত নোমান বিন সাবেত ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একজন বিশিষ্ঠ তাবেয়ী, শ্রেষ্ঠ ইমাম, শ্রেষ্ঠ মুফাসসীর, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস, শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ. শ্রেষ্ঠ গবেষক, শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীদ, শ্রেষ্ঠ ধর্মভীরু, শ্রেষ্ঠ খোদাভীরু, শ্রেষ্ঠ আবেদ, শ্রেষ্ঠ সাধক ও ওলিয়ে কামেল, শ্রেষ্ঠ পরহেজগার, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবীদ ও শিক্ষক, বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ ফকিহ। ফেকাহ শাস্ত্রের তিনিই জনক। সমগ্র ইসলাম জগৎ তাঁর নিকট ঋণী। তিনি মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর দান, নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জলন্ত মোজেজা এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবন্ত কারামত। তিনি আমাদের পথ প্রদর্শক, পথ নির্দেশক, কোরআন-হাদীসের পথ মতের ধারক বাহক ও চালক, স্বেরাতুল মুসতাকিমের দিক নির্দেশক আমাদের ইমাম, হানাফী মাজহাবের ইমাম, ইমামদের ইমাম, "**ইমাম আযম রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও রাদিয়াল্লাহু আনহু**"।

ফেকাহ ঃ—অভিধানে ফেকাহ এর অর্থ "আশশাককু ওয়াল ফাতহু" অর্থাৎ বিভক্তীকরণ এবং অনাবৃত করা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সুচীপত্র

১। ভূমিকা
২। গায়েবী সংবাদ দাতা নবীর ভবিষ্যতবাণী /১
৩। জন্ম ও বংশ পরিচয় / ৩
৪। জন্মভূমি /৫
৫। জ্ঞান অর্জন / ৬
৬। হাদীসের জ্ঞান /৮
৭। শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস /৯
৮। ইমাম আযমের উসতাদ /১১
৯। ইমাম আযমের ছাত্র /তাবেয়ী /১২
১০। কর্মজীবন ও চরিত্র / ১৩
১১। আকৃতি ও চেহেরা / ১৮
১২। ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনা /১৮
১৩। ধার্মিকতা ও সংযমশীলতা /২০
১৪। জ্ঞানের প্রাচুর্যতা / ২৩
১৫। নাস্তিকের সঙ্গে মুনাজারা / ২৩
১৬। ইমামের অন্তদৃষ্টি / ২৬
১৭। ওজুর পানিতে গুনাহপাক / ২৬
১৮। উপস্থিত বুদ্ধি /২৯
১৯। ইমামে আযমের বিষেশত্ব / ৩০
২০। লেখনী / ৩২
২১। ইমাম আযম ও ইব্রাহিম বিন আহকাম / ৩৩
২২। অত্যাচারীর প্রতি দয়া/ ৩৬
২৩। ইমামে আযম ও প্রতিবেশী মুচি/ ৩৭
২৪। ইমাম আওজায়ী ও ইমাম আযম / ৩৮
২৫। ইমাম বাকের ও ইমাম আযম / ৩৯
২৬। ইমাম কাতাদাহ ও ইমাম আযম / ৪০
২৭। নাবীপাকের রওজা শরীফ ও ইমাম আযম / ৪১
১৮। ইমামে আযম ও আদবে নাবী /৪২
২৯। ইমাম আযম সম্পর্কে প্রশংসনীয় বাক্য /৪০
৩০। পোষাক / ৪৭
৩১। ইমাম আযমের অসিয়ত/ ৪৭
৩২। ইসালে সওয়াব ইমাম আযমের অসিয়ত /৪৯
৩৩। ইমাম আযম এর দৃষ্টিতে বদ মাজহাবের ইমামতিতে নামাজ/ ৫০
৩৪। ইমাম আযমের দৃষ্টিতে আম্বিয়াগণ / ৫১
৩৫। কাসিদায়ে নো'মানিয়া / ৫১
৩৬। নকল হানাফী হতে সাবধান / ৫২
৩৭। বেস্বাল মোবারক/ ৫৪
৩৮। কাফন ও দাফন / ৫৬
৩৯। মাজার মোবারক / ৫৭
৪০। ইমাম আযমের মাজার মোবারক ও ইমামে শাফেয়ী / ৫৮
৪১। ইমাম আযমের কবর শরীফ ও খিজির আলায়হিস সালাম / ৫৯
৪২। হানাফী মাজহাব ও ইমাম আহমদ রেজা / ৬০
৪৩। ইমাম ত্বাহবীর মাজহাব পরিবর্তন / ৬২
৪৪। ইমাম জাফর সাদেকের সান্নিধ্যে ইমাম আযম / ৬৩
৪৫। ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া / ৬৪
৪৬। হাদীসের সংজ্ঞা / ৬৬
৪৭। হাদীসের আলোকে ইমাম আযমের মাজহাব / ৬৭
৪৮। গায়ের মুকাল্লিদদের কিছু প্রশ্নের উত্তর / ৭৪
৪৯। সহীহ হাদীসের কেতাব সমূহ / ৭৮
৫০। ইমাম আযমের স্থান ও ইমাম বোখারী / ৮১

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

—ঃ ইমাম আযম ঃ—

গায়েবের সংবাদ দাতা নবীর ভবিষ্যতবাণী, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কারামত, ইমামগণের ইমাম, ফকিহ ও মুজতাহিদগণের পথপ্রদর্শক, ফেকাহ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, উম্মতের উজ্জ্বল প্রদিপ, কোরআন ও হাদীসের সুদক্ষ পন্ডিত ও প্রয়োগকারী, মারেফাতের মহান সাধক, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের মহাসাগর, নবুয়াত ও সাহাবীগণের পর শ্রেষ্ঠ আসনে সম্মানীত, বিশিষ্ঠ তাবেয়ী ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

গায়েবের সংবাদ দাতা নবীর ভবিষ্যতবাণী ঃ— বোখারী, মুসলীম, তিরমিজি, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সাইয়েদোনা হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিবরানী মোয়াজ্জামে কাবিরের মধ্যে, সিরাজী আলকাবের মধ্যে, কায়েস ইবনে সায়াদ ইবনে আবদান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এবং তিবরানী মোয়াজ্জামে কাবিরের মধ্যে সাইয়েদোনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হ'তে ইমাম আযম সমন্ধে ভবিষ্যত বানীর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৭২৭ পৃষ্ঠ্যা, মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড ৩১২ পৃষ্ঠ্যা, তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড ১৬৪ পৃষ্ঠ্যা, হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন— আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম আর এই সভাতেই সূরা জুমায়া অবতীর্ণ হয়। যখন তিনি এই সূরার আয়াত "ওয়া আখেরীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম....." তিলাওয়াত করলেন তখন উপস্থিত সাহাবাগণের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কে যার সাক্ষাত এখন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে হয় নাই ? হুজুর তার উত্তরে চুপ থাকলেন। যখন বার বার ইহা জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি হযরত সালমান ফারসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর স্কন্ধের উপর পবিত্র হস্ত রেখে বললেন— যদি ঈমান সুরীয়ার নিকট ও হয় তবে ইহার সম্প্রদায়ের মানুষ তা অবশ্যই অর্জন করবে অর্থাৎ ফারেসের মানুষ।

মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড ৩১২ পৃষ্ঠ্যা—হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন যে —

যদি ইমান সুরিয়ার নিকট ও হয় তবে ফারিসের এক ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত পৌছিবে এবং তা অর্জন করবে।

তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড ১৬৪ পৃষ্ঠ্যায় ৪ নং টিকাতে বলা হয়েছে— "লাম ইয়াল হাকুবিহিম....." এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাবেয়ীনদের মধ্য হতে ঐ আজম বাসী যিনি সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাত করবেন।

আবু নাইম স্বয়ং হযরত সালমান ফারসী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইহা চারজন সাহাবী হতে কিছু শব্দের পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন— যদি ইমান, দ্বীন, ইলম সুরিয়ার নিকটও হয় তবু ফারেসের লোকেদের মধ্যে কিছু লোক তা অর্জন করবে, আমার সুন্নাতের অণুসারী হবে এবং আমার প্রতি অধিক দরুদ পাঠ করবে।

শারেহ বোখারী আল্লামা মুফতী মোঃ শারিফুল হক আমজাদী আলায়হির রহমা "নুজহাতুল ক্বারী" ১ম খন্ড তাবয়িদুস সহিফা পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসে ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কেই সু-সংবাদ দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনুল আবেদীন শামী "ফাতাওয়ায়ে শামীর" ১ম খন্ড ১৪৭ পৃষ্ঠ্যায় বর্ণনা করেছেন "মাওয়াহেবের সিবরা মালাসির" টিকাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে— আল্লামা সিউতীর ছাত্র আল্লামা শামী বলেছেন—আমার শায়েখ (উসতাদ) এই হাদীস হতে ইমাম আবু হানিফাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। এখানে ইহা প্রকাশ হয়েছে এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এই জন্য যে ফারেসের কোন লোক জ্ঞান গরিমায় তাঁর সমকক্ষ হতে পারে নাই।

আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী শাফেয়ী "খায়রাতুন হিসান" এর মধ্যে ইহাই সমর্থন করে লিখেছেন যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর ইহাই প্রকাশ্য মোজেজা যে ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে পূর্বেই সংবাদ দিয়েছেন।

"ফাতাওয়ায়ে শামী" ১ম খন্ড ১৪৬ পৃষ্ঠ্যায় হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ১৫০ হিজরীতে দুনিয়ার সৌন্দর্য্য উঠে যাবে। এই হাদীস অণুসারে শামশুল আইয়েম্মা কারদী বলেন যে নিশ্চয়ই এই হাদীস আবু হানিফার জন্যই বর্ণিত হয়েছে কেননা তিনি ১৫০ হিজরীতেই ইন্তেকাল করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফাকিহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দিন আলায়হির রহমা "বোজর্গ কে আকিদা" গ্রন্থের ৩৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন –উল্লিখিত হাদীস সমূহে "আবনায়ী ফারিস" অথবা রেজালুম মিনাল ফারিস" হতে সাইয়েদোনা ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর সাথীগণকেই বোঝানো হয়েছে।

জন্ম ঃ–ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জন্ম সমন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত যে তাঁর জন্ম ইরাক দেশের কুফা নগরে ৮০ হিজরীতে হয়েছিল। আল্লামা আব্দুল কাদের কারশী (মৃত্যু-৭৭৫ হিজরী) এবং আল্লামা আলী ক্বারী (মৃত্যু-১০১৪ হিজরী) ইমাম আযমের ৮০ হিজরীতে জন্মকে সহিহ্ বলেছেন।

---আল জাওয়াহির ৪৫২ পৃষ্ঠা

আবার অনেকে ৬১,৭০,৭৭ হিজরীতে জন্ম হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বংশ ঃ– ইমাম আযমের পবিত্র নাম নো'মান। কুন্নিয়াত আবু হানিফা। লকব ইমাম আযম। তাঁর বংশের ধারা থেকে প্রমানিত হয় তিনি আযম বাসী। "তারিখে বাগদাদ" এ খতিব বাগদাদী ইমাম আযমের পৌত্র ইসমাইলের মুখ হতে ইহা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–আমি ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন নোমান বিন সাবিত বিন নোমান বিন মিরজামান। আমরা ফারিস অর্থাৎ পারস্যের অধিবাসী। আমরা কখনও কারো গোলামী করি নাই। আমার দাদা আবু হানিফা ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। এই মত কে চিন্তাবিদগণ অত্যান্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন এবং ইহার উপর নির্ভর করেছেন।

.....(তাহাজিবুত তাহাজিব ১০ খন্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা, জাওয়াহিরুল মুদিয়া ২য় খন্ড ৪৫২ পৃষ্ঠা)

সংগৃহিত–তাজকেরাতুল মুহাদ্দেসীন ৪০ পৃষ্ঠা

মাসনাদে ইমাম আযম (উর্দূ) ১৩ পৃষ্ঠা এবং মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ আলায়হির রহমাহ" "জায়াল হক" ২য় খন্ড ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন– সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু কে তাঁর পিতা বাচ্চা অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য এবং তাঁর বংশের জন্য বরকতের দোওয়া করেন। হযরত ইমাম আযম হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারামত ও সুসংবাদ।

কুন্নিয়াত ঃ–হযরত শাহ আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী কুদ্দেশা শিররুহ ফাজেলে জামেয়ে আযহার " সাওয়ানেহ বেবাহায়ে ইমামে আযম আবু হানিফা" গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন– ইমাম আযমের জীবনী লেখকগণের মধ্যে একমত যে তাঁর কুন্নিয়াত আবু হানিফা। হানিফা শব্দ হানিফ শব্দের স্ত্রী লিং যার অর্থ ইবাদত কারী এবং ধর্মের প্রতি প্রবল বাসনা পোষনকারী ধার্মিক। তাঁর জীবনী কারকগণ অধিকাংশ এই মত পোষন করেন যে তাঁর একমাত্র হাম্মাদ ব্যাতিত কোন সন্তান ছিল না।

উক্ত পুস্তকে তাঁর কুন্নিয়াত সম্বন্ধে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে।

উসতাদ আবদুল হাকিম জুনদী লিখেছেন–ইমাম আযমের শিক্ষালয় প্রশস্থ ছিল। ছাত্রগণ সব সময় দোয়াত ও কলম রাখতেন। ছাত্রদের সংখ্যা যেমন অধিক ছিল তেমনি দোয়াতের সংখ্যাও ততধিক ছিল। ইরাকবাসীগণ দোয়াতকে হানিফা বলে। এই জন্যই তাঁকে আবু হানিফা বলা হয়। অর্থাৎ দোয়াত ওয়ালা।

কেহ বলেন–তিনি ব্যবহৃত পানিকে ব্যবহার জায়েজ মনে করতেন না। এই জন্যই তাঁর অণুসারীগণ বদনা বা জলপাত্রের নালীর ব্যবহার আরম্ভ করেন। যেহেতু বদনা বা নালীকে হানিফা বলে সে জন্যই তাকে আবু হানিফা বলা হয়।

হাফেজ শামসুদ্দিন বলেন– কিছু সংখক লেখক বলেন যে তাঁর হানিফা নামে একজন কন্যা ছিল এই জন্যই তাঁকে আবু হানিফা বলা হয়। কিন্তু তাঁর জীবনী লেখক গণের অধিকাংশেরই মত যে তাঁর কোন কন্যা সন্তান ছিল না। এবং হাম্মদ ছাড়া কোন ছেলেও ছিল না।

হযরত আল্লামা গোলাম রাসুল সায়েদী "তাজকেরাতুল মোহাদ্দেসিন" গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে তাঁর কুন্নিয়াত আবু হানিফা যার অর্থ সাহেবে মিল্লাতে হানিফা অর্থাৎ ভ্রান্ত মত বা ধর্ম পরিত্যাগ করে সঠিক ধর্ম গ্রহণ কারী। এই অর্থের কারণেই তাঁকে আবু হানিফা বলা হয়। তাঁর হানিফা নামে কোন কন্যা সন্তান ছিল না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"" মাসনাদে ইমামে আযম". (উর্দু) ৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে কোন ঐতিহাসিক ইমাম সাহেবের সন্তান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন নাই। সাধারণতঃ ঐতিহাসিক গণ ইহাই লিখেছেন যে তাঁর ইন্তেকালের সময় হাম্মাদ ছাড়া কোন সন্তান ছিল না।

মাহানামায়ে আশরাফিয়া" ১৯৯৮ খ্রীঃ মার্চ সংখ্যা ২২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে সাইয়েদোনা ইমাম আযমের কুন্নিয়াত আবু হানিফা সমন্ধে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কেহ বলেছেন যে তাঁর সাহেবজাদীর নাম হানিফা এই জন্যই তার নাম অণুসারে তাঁর নাম আবু হানিফা প্রচলিত হয়েছে। কেহ বলেন–হাম্মাদ ছাড়া তাঁর কোন সন্তানাদী ছিল না। তাঁর কুন্নিয়াত আবু হানিফা গুনবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কোরআন পাকে আছে– "ফাত্তাবিয়ো মিল্লাতা ইব্রাহিমা হানিফা" অর্থাৎ কাজেই ইব্রাহিমের দ্বীনের উপর চলো। যেহেতু তিনি অত্যান্ত আবেদ, মুত্তাকী, পরহেজগার ছিলেন এই জন্যই তিনি আবু হানিফা কুন্নিয়াতে বিখ্যাত হয়েছেন। অন্য এক বর্ণনা অণুসারে ইরাকী ভাষাতে হানিফা দোওয়াতকে বঁলে। তাঁর শিক্ষালয় প্রশস্থ ছিল এবং সেখানে মাসয়ালা ও ফাতাওয়া লেখার জন্য ছাত্রদের নিকট সর্বদা অসংখ্য দোওয়াত ও কলম মজুত থাকত। সে জন্যই তাঁর কুন্নিয়াত আবু হানিফা হয়ে গেছে। আর তাঁর কুন্নিয়াতের দিকে সম্পর্ক করে তাঁর অণুসারী বা মাজহাবকে হানাফী বলে।

জন্মভূমি

ইমাম আযমের জন্মভূমি ইরাকের ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর তীরে কুফা নগরে। এই কুফা ও বসরা শহর আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্থাপন করেন। কাহারও মতে ১৭ হিজরীতে বসরা এবং ১৮ অথবা ১৯ হিজরীতে কুফা স্থাপিত হয়।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফা নগরের বর্ণনা করে বলেছেন– কুফা আল্লাহর বল্লম, ঈমানের কোষাগার বা ধনাগার, আরবের এক বিশেষ স্থান। কুফাবাসীগন সীমান্ত বাসীদের রক্ষনা বেক্ষণ কারী, নগরবাসীদের সাহায্য কারী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–কুফা ইসলামের একটি শীর্ষস্থান, ঈমানের খাজানা, আল্লাহর তরবারী ও বল্লম।

হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–কুফা ইসলাম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ঘর।

––(সাওয়ানেহ বেবাহায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা, পৃষ্ঠা ৬৭, নুজহাতুল কারী ১ম খন্ড ১১১ পৃষ্ঠ্য)

সাহাবাগণের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ৭০ জন এবং বায়াতে রেদওয়ানে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ৩০০ জন এসে এই পবিত্র শহরে বসতি স্থাপন করেন। যার কারনে কুফা নগরের প্রতিটি ঘর জ্ঞানের আলোতে আলোকিত ছিল। প্রত্যেক ঘর হাদীসের ঘর বা জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইমাম আযম যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন সে সময় কুফায় হাদীস ফেকাহের ইমামগণ নক্ষত্র স্বরূপ এক একজন এক একটি শিক্ষাগার স্বরূপ জ্বাজল্যমান ছিলেন। আর কুফার এই বিশেষত্ব "সিহা সেত্তার" হাদীস সংকলক কারীদের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কারণেই ইমাম বোখারীকে বার বার কুফায় আগমণ করতে হয়েছে। সিহা সেত্তার অধিকাংশ শায়েখ গণ কুফার অধিবাসী। (নুজহাতুল কারী ১ম খন্ড ১১১ পৃষ্ঠ্য)

জ্ঞান অর্জন ঃ–ইমাম আযমের যখন বাল্যকাল সেই সময় ইরাক বিভিন্ন ফেতনায় পরিপূর্ণ ছিল। বাদশাহ আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান অত্যাচারী হেজাজ ইবনে ইউসফকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় আলেমগণ তার চরিত্র সমন্ধে অসন্তুষ্ট ছিলেন। আর তার অত্যাচরের লক্ষই ছিল আলেম উলামাগণ। ইরাক বাসীগণ তার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই সময় ইমাম আযম তাঁর প্রাথমিক জীবন বাপ দাদার পেশা কাপড়ের ব্যবসায় লিপ্ত হন এবং কাপড়ের একটি কারখানাও তৈরী করেন।

৯৫ হিজরীতে অত্যাচারী হেজাজ ইবনে ইউসফ ইন্তেকাল করেন এবং ৯৯ হিজরীতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার স্থালাভিষিক্ত হন। তিনি রাজ্যের রাজনৈতিক খারাপ ব্যাবস্থাপনা দূরীভুত করেন এবং জ্ঞান প্রসারের জন্য হাদীস সমূহ এবং সাহাবাগণের ফায়সালার অণুসন্ধান, গচ্ছিত করণ এবং তার প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এই সময়ই ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ জাগরিত হয়। এই সময় একটি হৃদয় গ্রাহী ঘটনাও ঘটে।

"মানাকেবে ইমাম আযম" লেখক ইমাম মুফিক ইবনে আহম্মদ মক্কী নিজ পুস্তকের ১ম খন্ড ৫৯ পৃষ্ঠায় ইয়াহ ইয়া ইবনে বাকীর বর্ণনা নকল করেছেন যে ইমাম আযম একদিন ব্যাবসার কাজে বাজার যাচ্ছিলেন। রাস্তায় হযরত আল্লামা শাবীর বাড়ী। যখন তিনি তাঁর বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আল্লামা শা'বী তাকে দেখে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

তিনি উত্তর দিলেন– বাজার।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন–

আলেমগণের নিকট বস না ?

তিনি বললেন না।

আল্লামা শা'বী বললেন–

আলেমগণের মজলিসে যাও, জ্ঞান লাভ করো কেননা তোমার চেহেরাতে জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ সমূহ দেখতে পাচ্ছি।

আল্লামা শা'বীর সঙ্গে সাক্ষাত এবং তাঁর উপদেশ ইমাম আযম এর মনের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি অত্র সময় হতে জ্ঞান লাভের সাধনায় লিপ্ত হন।

সর্ব প্রথম তিনি ইলমে কালাম শিক্ষা আরম্ভ করেন। এবং অল্প দিনেই ইহাতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইলমে কালাম বলতে প্রচলিত ইলমে কালাম নয় বরং সে সময় ধর্মীয় মৌলিক মত বিরোধের মিমাংশা কোরআন হাদীসের আলোকে সমাধান এবং ভ্রান্ত মত বিরোধের খন্ডন। তারপর ইমাম আযম চিন্তা করলেন সর্ব শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য এবং ধর্মীয় বিচার ব্যবস্থার জন্য ফেকাহ শাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন। ফেকাহ শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দুই একটি ঘটনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

একদিন একজন স্ত্রী লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল–

সুন্নাত মোতাবিক তালাক দেওয়ার পদ্ধতি কি ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সেই সময় তাঁর এই জ্ঞান অজানা থাকায় তিনি হযরত হাম্মাদের নিকট তা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করলেন। তারপর স্ত্রী লোকটির মুখে হযরত হাম্মাদের বাক্য শ্রবণ করে নিজে ফেকাহের জ্ঞান লাভ করার জন্য হযরত হাম্মাদের নিকট গমন করলেন।

ফেকাহ শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা মানকেবে ইমাম আযমের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা গোলাম রাসুল সায়েদী "তাজকেরাতুল মুহাদ্দেসীন" পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–

এক রাত্রে ইমাম আযম স্বপ্ন দেখেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কবর মোবারক খনন করতেছেন।

তাবীর জানার বিশেষ জ্ঞানী হযরত ইমাম মহম্মদ বিন সুরীর নিকট তিনি স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম মহম্মদ তাবীর বর্ণনা করলেন যে আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও সুন্নাত সমূহ হতে মাসায়েল বের করার দরজা উন্মুক্ত করবেন যা ইতি পূর্বে কেহ কখনও করেন নাই। উক্ত তাবীরকে অদৃশ্যের ইঙ্গিত মনে করে ইমাম আযম পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ফেকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত হন।

ফেকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি হযরত হাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট গমন করেন। তিনি একাধারে ১৮ বৎসর হযরত হাম্মাদের নিকট তার ইন্তেকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১২০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় ইমাম আযমের বয়স ছিল ৪০ বৎসর। ইমাম আযম ৪০ বৎসর বয়স হতেই শিক্ষাদানের মহান কর্ম আরম্ভ করেন। (হায়াতে ইমামে আযম ১৩ পৃষ্ঠা)

হাদীসের জ্ঞান ঃ– ইমাম আযম যদিও বিশেষ ভাবে ফেকাহ শাস্ত্রের জনক হিসাবে বিখ্যাত কিন্তু হাদীসের জ্ঞানেও তাঁর স্থান ছিল বহু উর্দ্ধে। তিনি শ্রেষ্ঠ সাহাবা এবং উচ্চ স্তরের তাবেয়ীগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর রওয়ায়েত সমূহকে পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে নিজ ছাত্রগণের নিকট পৌছে দিয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রের উপর গবেষনা করার বিশেষ পাণ্ডিত্ব তাঁর ছিল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এই জন্য কেবল মাত্র হাদীসের রাওয়ায়েত নকল করেই ক্ষান্ত হতেন না বরং কোরআন করীমের প্রকাশ্য দলীল সমূহ ও সহিহ হাদীসের রশ্মিতে রওয়ায়েত পরিক্ষা নিরিক্ষা করতেন। রবীদের অবস্থা এবং তাঁদের গুনাবলীর দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখতেন। কোন হাদীসের উপর নির্ভর করবার পূর্বেই তার সনদ ও মাতানের পূর্ণ ভাবে পরিক্ষা করতেন। যারা না বুঝে মন্তব্য করে যে ইমাম আযম এর হাদীস শাস্ত্রের উপর কোন পাণ্ডিত্য ছিল না। তারা চিন্তা করে না যে ইমাম আযম ইবাদত, জীবন যাপন, লেনদেন ব্যবসা বানিজ্য, ভূসম্পত্তি, পার্থিব জীবন, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি অগণিত বিষয়ের নির্দেশ সহীহ হাদীসের আলোকে বর্ণনা করেছেন।

মানুষের জীবন যাত্রার কোন দিক তাঁর বর্ণনা করা হুকুম থেকে খালি নাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ প্রমান করতে পারে নাই যে ইমাম আযমের কোন হুকুম হাদীস বিরোধী বরং তাঁর বর্ণিত সমস্ত মসলা হাদীসে নবুবীর অনুসারী এবং সমস্ত হুকুম নবী পাকের সুন্নাত মোতাবিক। হাদীস পাকের প্রতি তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের ইহাই বড় প্রমাণ। (তাজকেরাতুল মুহাদ্দেসীন, পৃঃ ৬৭,৬৮)

শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ঃ–ইমাম আযম একজন সর্ব শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। হযরত শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রহমতুল্লাহি আলায়হি তাঁর "শারহু সাফারিস্ সায়াদাত" গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন– হযরত ইমাম আযম এর নিকট অনেক সিন্দুক ছিল যার মধ্যে পুস্তিকা আকারে ঐ হাদীস সমূহ ভর্তি ছিল যা তিনি শ্রবণ করেছিলেন। তিনি ৩০০ জন তাবেয়ীর নিকট হতে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর হাদীসের উসতাদ ছিলেন ৪০০০ জন। ইমাম জাহবী ও আল্লামা নবী, ইমাম ইবনে হাজার ইহাই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলীম প্রভৃতি মুহাদ্দিস গণের উসতাদ ইমাম হযরত ইয়াহিয়া বিন মোয়িন বলেছেন–হাদীসের ইমাম আবু হানিফা নির্ভরযোগ্য ফকিহ্ ছিলেন। (তাহাজিবুত তাহাজিব ১০ম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু দাউদ (সাহেবে সুনান) বলেছেন–ইমাম আবু হানিফা শরীয়তের ইমাম ছিলেন। (তাজকেরাতুল হুফফাজ ১ম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইস্রাইল ইবনে ইউসুফ মত প্রকাশ করেছেন–ইমাম আবু হানিফা অত্যান্ত সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিল যে হাদীসকে হুবাহু স্মরণ রাখতেন। তাঁর সমতুল্য কেহ ছিলেন না।

(আলখায়রাতুন হেসান ৪৮ পৃষ্ঠা)

হযরত ইয়াহ ইয়া ইবনে মোয়িন কে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন ইমাম আবু হানিফা কেমন ব্যক্তি ?

তিনি বলেন–নির্ভর যোগ্য । আমি তাঁর সম্পর্কে শুনি নাই যে কেউ তাঁকে জায়ীফ বলেছেন।(বেনায়া শারাহ হেদায়া ১ম খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)

ইয়াজিদ ইবনে হারুন বলেছেন–আমি বহু মানুষের সাথে মেলামেশা করেছি কিন্তু কাউকে ইমাম আযমের অপেক্ষা জ্ঞানী, বিদ্যান, পন্ডিত ও পরহেজগার দেখিনাই। (তাবয়িজুস সহিফা পৃঃ ২১)

ইমাম বোখারীর উসতাদের উসতাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের সামনে কোন এক ব্যক্তি ইমাম আযম সমন্ধে কু-মন্তব্য করলে তিনি বললেন–তুমি উলামাদের মধ্যে তাঁর মত একজনকে দেখাও আর যদি না পারো তবে তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ করো। তাঁর সমন্ধে কু-মন্তব্য করে আমাকে কষ্ট দিও না। তাঁর সভাতে বড়দের কে ছোট মনে হতো এবং নিজেকেও সর্বাপেক্ষা ছোট মনে করতাম যা অন্য কোন সভাতে মনে হতো না।

যদি ইহাতে সন্দেহ না হতো যে মানুষ মনে করবে আমি বেশী বাড়িয়ে বলছি তবে আমি আবু হানিফা ছাড়া আর কাউকে প্রাধান্য দিতাম না।

তিনি আরও বললেন–ইমাম আবু হানিফা সমন্ধে লোক কেমন করে বলে যে তিনি হাদীস জানতেন না। বরং তাঁর সিদ্ধান্তকে আবু হানিফার মত না বলে বলো হাদীসের তফসীর।

তিনি আরও বললেন–খোদার কসম ইমাম আযম জ্ঞান অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি উহাই বলতেন যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমানিত। হাদীসের নাসেখ ও মানসুখ সমন্ধে তিনি গভীর জ্ঞানী ছিলেন। নির্ভর যোগ্য ও বিশ্বাস যোগ্য হাদীস বের করে নিতেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তিনি আরও বলেন–যদি আল্লাহ তায়ালা ইমাম আবু হানিফা ও হযরত সুফিয়ান দ্বারা আমার সাহায্য না করতেন তবে আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাম।

(তাহজিবুত তাহজিব ১০ম খন্ড ৪৫০ পৃষ্ঠা)
(সংগৃহিত–নুজহাতুল কারী ১ম খন্ড ১২৬ পৃষ্ঠা)

ইমামে আযমের উসতাদ (শিক্ষক) ঃ–

ফেকাহের জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের জ্ঞান সাহাবাগণ এবং তাবেয়ীগণের নিকট হতে অর্জন করেন। মানাকেবে ইমাম আযম প্রথম খন্ড ৩৮ পৃষ্ঠায় সাদরুল আইয়েম্মা ইমাম মৌফিক আহমেদ মাক্কী আব্দুল্লাহ ইবনে হাফেজের উদ্ধৃতি অর্জন করেছেন যে তিনি চার হাজার শিক্ষকের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করেছেন।। ইমাম আযমের সমস্ত শিক্ষক ও মাশায়েখের নাম উল্লেখ করা অবশ্যই মুশকিল। এখানে কয়েকজন উসতাদের নাম উল্লেখ করা হলো। ইমাম আযম কয়েকজন সাহাবীর নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করেন যার মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালেক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী) তাহাজিবুত তাহাজিব গ্রন্থের ১০ম খন্ড ৪৪৯ পৃষ্ঠায় ইমাম আযমের শিক্ষকগণের নাম সমূহ উল্লেখ করেছেন।– আতা ইবনে রোবাহা আসিম ইবনে আবি জুনুদ, আল কামা ইবনে মুর্শিদ, হাম্মাদ ইবনে আবি সোলেয়মান, হাকাম ইবনে আনাবা, সালমা ইবনে কোহাইল, আবু জাফর ইবনে আলী, আলী ইবনে আহমার, জিয়াদ ইবনে আলাকাহ, সায়িদ ইবনে মাসরুখ সাওরী, আদি ইবনে সাবিতুল আনসারী, আতিয়া ইবনে সায়িদ আওফী, আবু সুফিয়ান সাদী, আব্দুল করিম আবু উমাইয়া, ইয়াহ ইয়া বিন সায়িদ আনসারী, হেসাম বিন উরওয়া, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন জাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮) প্রভৃতি। তাজকেরাতুল হুফ্ফাজ পুস্তকের ১ম খন্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নাম ছাড়া নাফে, আবদুর রহমান বিন হোরমুজ, কাতাদাহ, আমর বিন কিনার এবং আবু ইসাহাকের নাম পাওয়া যায়।

ছাত্র ঃ–ইমাম আযমের ছাত্র সংখ্যাও অসংখ্য, তাঁর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মহম্মদ, ইমাম জুফার বিশেষ গুন সম্পন্ন ছাত্র যারা ফেকাহ হানাফীকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজ পৃথিবীতে ২/৩ অংশ মানুষ হানাফী মাসলাক অণুসারে ইবাদত করে থাকেন যারা সকলেই তাঁদের নিকট ঋণী। এই হযরতগণ ছাড়াও যারা তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে হাম্মাদ বিন নোমান, ইব্রাহিম বিন নোমান, হামজা বিন হাবিব, আবু ইয়াহ ইয়া হামানী, ইসা বিন ইউনুস, ওয়াকি, ইয়াজিদ বিন জোরায়ী, আসাদ বিন আমর, হাক্কাম বিন ইয়ালা বিন সালমা রাজী, খারেজা বিন মোসায়াব, আব্দুল মজিদ বিন রাওয়াদ, আলী বিন মুসহির, মহম্মদ বিন বাসার আবদী, আবদুর রাজ্জাক, মুসায়াদ বিন মিকদাম। ইয়াহ ইয়া বিন ইয়ামান, আবু আসমাত, নুহ বিন আবী মসিয়ম, আবু আবদুর রহমান, আবু নায়ীম, আবু আসিম, প্রভৃতি (তাহজিবুত তাহজিব ১ম খন্ড ৪৪৯ পৃষ্ঠা) (সংগৃহিত–তাজকেরাতুল মুহাদ্দেসীন ৫১,৫২ পৃষ্ঠা)

তাবেয়ী ঃ– ইমাম আযম একজন তাবেয়ী ছিলেন। আর তাবেয়ী তাঁকেই বলা হয় যিনি ইমানের অবস্থায় সাহাবীকে দেখেছেন, মোলাকাত করেছেন। ইহাতে সকলেই একমত যে ইমাম আযম হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ইমাম আযমের সাক্ষাত হয়। ইবনে সায়াদ "তাবকাতের" মধ্যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাহাবী, ইমাম নববী খতিবে বাগদাদী, দারে কুতনী আল্লামা শাখাবী, ইমাম আবু নাইম, আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী, আল্লামা ইবনু আব্দুল বার আল্লামা খাতীব কুসতালানী প্রভৃতি জন স্বীকার করেছেন যে ইমাম আযম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন।

(নুজহাতুল কারী ১ম খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠা)

দূররে মুখতারে উল্লেখ আছে তিনি কুড়ি জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছেন। "খোলাফায়ে আকমল ফি আসমায়ীর রিজাল" এ বর্ণিত আছে তিনি ২৬ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছেন।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কাজীউল কোজা ইমাম আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন যে তিনি ইমাম আবু হানিফার নিকট শুনেছেন তিনি বলেছেন–আমি ৯৩ হিজরীতে নিজ পিতার সঙ্গে হজ্জ করি, সে সময় আমার বয়স ছিল ১৬ বৎসর। সেখানে আমি একজন ব্যক্তিকে দেখলাম যার নিকট ভীষন ভীড়। আমি পিতাকে বললাম ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি কে ?

তিনি বললেন–তিনি নবীপাকের একজন সাহাবী তাঁর নাম আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন জাজা।

আমি পুনরায় পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম–তাঁর নিকট এমন কি আছে যে তাঁর নিকট মানুষের এত ভীড়।

পিতা বললেন– তাঁর নিকট ঐ সমস্ত হাদীস মওজুদ আছে যা তিনি রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন।

আমি বললাম আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন তাঁর নিকট হতে আমিও হাদিস শুনে নিই তিনি আমাকে নিয়ে ভীড় চিরে তাঁর নিকট গিয়ে পৌছিলেন। তখন আমি শুনলাম তিনি বলছেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি তিনি বলেছেন–যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী তাঁর চিন্তার অবসান আল্লাহ করেন এবং তাঁকে এই ভাবে রুজি দান করেন যা কারো চিন্তা ভাবনারও বাইরে।

(আখবারে আবু হানিফা ও সাহাবীহী পৃষ্ঠা ৪)
(সংগৃহিত–সাওয়ানিহে বে বাহায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা পৃষ্ঠা ৫১,৫২)

কর্ম জীবন ও চরিত্র ঃ–ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যেমন জ্ঞান গরিমায় অ-দ্বিতীয় ছিলেন তেমনি চরিত্র ও কর্মেও তুলনাহীন ছিলেন। যেমন তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে ও জ্ঞান প্রশস্থতায় কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের অমূল্য সম্পদ তেমনি গুনাবলী ও শ্রেষ্ঠ চরিত্র মানুষের চরিত্রের জন্য জাতীয় সম্পদ।

ইমাম ইবনে বাজাজ (মৃত্যু ৮২৭ হিজরী) মানাকেবে কারতয়ী ১ম খন্ড ২২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে ইমাম জাফরানী বলেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একবার বাদশাহ হারুনার রশিদ ইমাম আবু ইউসুফকে বলেন যে ইমাম আযমের গুনাবলী বর্ণনা করুন।

তিনি বলেন–ইমাম আযম হারাম কর্ম হতে কঠিন ভাবে দুরে থাকতেন। ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলতে অত্যন্ত ভয় করতেন। আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে অত্যান্ত পরিশ্রমী ছিলেন। দুনিয়াদার লোকেদের কখনই প্রশংসা করতেন না। প্রায়ই চুপ থাকতেন। ধর্মীয় মাসয়ালা মাসায়েলের উপর গবেষনা করতেন। যখন তাঁকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতো তখন কোরআন ও হাদীসের প্রতি মনোযোগ দিতেন। যখন তাঁর সমাধান কোরআন ও হাদীসে পেতেন না তখন কিয়াস করতেন। এত চরম জ্ঞানী হওয়া সত্বেও তিনি অত্যান্ত সাধারণ ও নম্র স্বভাবের ছিলেন। কারো প্রতি ঈর্ষা বা হিংসা করতেন না বরং তার মঙ্গল কামনা করতেন।

ইহা শোনার পর বাদশাহ হারুনার রশিদ বললেন–ইহাই সালেহীন বা সৎ ব্যক্তির চরিত্র। তিনি ইহা লিখিত করার ও নিজ সন্তানদের ইহা অণুসরণ করার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন যে যদি কাউকে কোন কিছু তিনি দান করতেন আর সে যখন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত তখন তিনি আফশোষ করে বলতেন যে কৃতজ্ঞতার হকদার একমাত্র আল্লাহ তায়ালা যার সম্পদ আমি তোমাকে দান করেছি।

ইমাম আবু ইউসুফ আরও বলেন–কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ইমাম আযম আমার ও আমার পরিবার বর্গের সমস্ত খরচ বহন করেছেন।

তিনি যখন তাঁর নিজের ও তাঁর নিজের পরিবারবর্গের জন্য কাপড় অথবা ফল মূল ক্রয় করতেন তার পূর্বেই তিনি সেই পরিমান কাপড় অথবা ফল মূল আলেম ও শায়েখদের জন্য ক্রয় করতেন। তারপর নিজ ঘরের জন্য ক্রয় করতেন। (খায়রাতুন হিসান পৃঃ ৯৫)

ইমাম ইবনে হাজার হায়তেমী মক্কী (মৃত্যু ৯৭৩ হিজরী) খায়রাতুন হিসান পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন– শাফিক বলেন যে আমি একবার ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে রাস্তায় চলছিলাম। রাস্তায় এক ব্যক্তি তাকে দেখে অন্য রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা করলো। তিনি ইহা দর্শন করে তাঁকে ডেকে বললেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তুমি অন্য রাস্তায় কেন চলে যাচ্ছিলে ?

সে অত্যান্ত লজ্জিত হয়ে বলল–আমি আপনার নিকট দশ হাজার দিহরাম ধার নিয়েছিলাম কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেল অভাবের কারণে পরিশোধ করতে পারি নাই। তাই আপনাকে দেখে আপনি টাকা চাইতে পারেন এই ভেবে অন্য রাস্তায় চলে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন–সুবহানাল্লাহ ! তোমার এই অবস্থা ! যাও, আজ তোমাকে ঐ সমস্ত দিহরাম দিয়ে দিলাম। তোমাকে ইহা আর কখনও পরিশোধ করতে হবে না এবং ইহার জন্য আল্লাহ তায়ালাকে স্বাক্ষ্য করছি। তুমি চিন্তিত হইও না আর আমাকে দেখে লুকিয়ে পালিয়ে যেও না। আমার কারণে তুমি যে সংকোচ করছিলে তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।

ইহা দর্শন করে শাফিক অভিভুত হয়ে গেলেন তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নিল যে ইমাম আযম সত্যই একজন দানশীল, চরিত্রবান ও জাহেদ।

ইমাম রাজী বলেন–একদা ইমাম আযম কোথাও যেতেছিলেন। রাস্তায় কাদা ছিল। পথ চলতে চলতে রাস্তার মাটি তাঁর পদাঘাতে উড়ে এক ব্যক্তির দেয়ালে গিয়ে পড়ল। তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন যদি দেয়াল হতে কাদা পরিস্কার করতে যাই তবে কাদার সাথে দেয়ালের কিছুটা মাটিও উঠে আসবে অন্যের মাটি বিনা অনুমতিতে নেওয়া অন্যায় কাজ। আবার যদি দেয়াল কাদা অবস্থায় রেখে দিই তবে বাড়ির মালিকের দেওয়াল নোংরা হয়ে থাকবে ইহাও অন্যায়। তিনি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষন চিন্তা করছেন এমন সময় বাড়ির মালিক বাড়ি হতে বের হয়ে এসে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিন্তা করলেন যে সে তো ঐ বাক্তির নিকট ঋণী নিশ্চয় তিনি তার তাগাদা দিতে এসেছেন। সেই ব্যক্তি ইহুদী ছিল। সে ইমাম আযমের নিকট এসে আপত্তি জানাতে থাকল। দেরী হয়ে গেছে, সময় মত দিতে পারিনাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইমাম আযম বললেন তোমার ঋণের কথা ছাড়, আমি এখন এই চিন্তায় আছি যে আমার পায়ের আঘাতে যে কাদা তোমার দেয়ালে পড়েছে তা আমি কিভাবে পরিস্কার করি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যদি কাদা তুলে দিই তবে তোমার দেয়ালের মাটি উঠে আসবে আর ইহা অন্যায় । যদি না তুলে দিই তবে তোমার দেয়াল নোংরা হয়ে থাকবে ইহাও অন্যায়। ইমাম আযমের কথা শোনার পর ইহুদির মনের পরিবর্তন আসল যে এই রকম মহান চরিত্র যার তাঁর ধর্ম কত মহান কত সুন্দর।

ইহুদী অশ্রুসজল নেত্রে নিবেদন করল– হুজুর আমার দেয়াল পরিস্কার করার আগে পবিত্র কলেমা পড়িয়ে আমার দিলকে পরিস্কার করে দিন। আমি আপনার ধর্মকে কবুল করলাম।

(তাজকেরাতুল মুহাদ্দেসীন ৫৬ পৃষ্ঠা)

হযরত মাওলানা শাহ্ আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী মুজাদ্দেদী ফায়েলে আযহার বিভিন্ন পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আযম এর কর্ম জীবন "সাওয়নেহ বে-বাহায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা" পুস্তকের ৬৮ পৃঃ হতে ৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

ইমাম আযমের জীবনী লেখকগণ একমত যে তিনি রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করতেন। রেশমী কাপড়ের ব্যবসায়ীকে আরবীতে খাজ্জাজ বলে। তাঁর মন ছিল ধনী, লোভ লালসা তাঁর মনে স্থান পাই নাই। তিনি ন্যায় নিষ্ঠাবান ও আমানতদার ছিলেন। অতিরিক্ত পরহেজগার, দ্বীনদার, ক্ষমাশীল এবং নফসের (প্রবৃত্তি) খারাপী থেকে পবিত্র ছিলেন। ব্যবসাতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অণুসারী ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক সাহাবাগণের মধ্যে (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম) শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ফাকিহ, পবিত্র, জেহাদকারী ও দানশীল ছিলেন। সেই রকমই তাবেয়ীগণের মধ্যে ইমাম আযম অধিক জ্ঞানী, ফাকিহ, পবিত্র, জেহাদকারী ও দানশীল ছিলেন।

ইবনে হাজার মাক্কী "খায়রাতুন হিসান" এর মধ্যে (৩৪-৩৮ পৃঃ) লিখেছেন– একবার একজন স্ত্রীলোক তাঁর নিকট রেশমের কাপড় বিক্রয় করার জন্য নিয়ে আসল। ইমাম আযম তার দাম জিজ্ঞসা করলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সে তার মূল্য ১০০ টাকা বলল। তিনি বললেন তুমি কি বলছ ইহার দাম আরও বেশী। সে তার দাম আরও ১০০ বেশী বলল। এই রূপে তার দাম ৪০০ পর্যন্ত পৌছিল। ইমাম আযম বললেন ইহার দাম চার শতেরও বেশী তুমি অন্য লোককে জিজ্ঞসা করো।

সে অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞসা করে কাপড়টি পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় করে দিল। অর্থাৎ তিনি কারো অজান্তে ফায়দা তুলতেন না। বরং সঠিক মূল্য নিদ্ধারণ করে ক্রয় বিক্রয় করতেন। কোন গরীব ব্যক্তি কোন কাপড় ক্রয় করতে আসলে তিনি তার কাছে কোন লাভ না করে বিক্রয় করতেন।

আল্লামা মৌফিক ইউসফ ইবনে খালিদ এর সফর নামা লিখেছেন যিনি বসরা থেকে ইমাম আযমের খেদমতে এসেছিলন এবং তাঁর নিকটে অবস্থান করেন। তিনি বলেন–ইমাম আযম প্রতি সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার মাগরিব এবং এশার নামাজ জুময়া মসজিদে পড়তেন। জুময়া মসজিদে তাঁর আলোচনা সভা ফরজের নামাজের পর হতে জোহর এবং এশার নামাজ হতে রাত্রির তৃতীয় অংশ পর্যন্ত চলত। তাঁর মাসজিদে আসরের নামাজের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত আলোচনা সভা হতো। জোহর হতে আসর পর্যন্ত নিজ বাড়িতে থাকতেন। শনিবার নিজ কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। সেদিন না সভাতে বসতেন না বাজারে যেতেন। বাড়ির কাজকর্ম করতেন। দোহার সময় হতে জোহর পর্যন্ত বাজারে বসতেন। আর জুময়ার দিন নিজ সঙ্গী সাথীদের নিজ ঘরে দাওয়াত করতেন। তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরী করে খাওয়াতেন এবং অধিক পরিমানে সুস্বাদু পানীয় নাবীজ (ফলের রস) পান করাতেন। লজ্জায় তাঁর সামনে সকলে খাবার খাবে না এই চিন্তায় তিনি সকলের সাথে খাবার না খেয়ে একাকী খেতেন। আর সুস্বাদু পানীয় সকলের সাথে পান করতেন। সকলকে খাবার খাইয়ে এবং বিভিন্ন ফলমূল খাইয়ে তিনি খুব আনন্দিত হতেন। তিনি প্রত্যেক মাসে একবার করে বাগানে ভ্রমণ করতেন। (বেবাহায়ে ইমাম আযম পৃঃ ৭৫)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আকৃতি ও চেহেরা ঃ– ইমাম আবু ইউসুফ বলেন– ইমাম আবু হানিফা মধ্যম আকৃতির ছিলেন। না খুব ছোট না খুব লম্বা। লোকেদের সঙ্গে সুমিষ্ট স্বরে কথা বলতেন এবং নিজ কর্মে খুব যত্নবান ছিলেন।

আবু নাইম বলেন– আবু হানিফা চেহেরা উত্তম, পোশাক উত্তম, সুগন্ধ উত্তম, মাজলিস উত্তম, বড়ই দয়াবান এবং সাথী বন্ধুদের দুঃখ বিনাশকারী।

আল্লামা শামসুদ্দিন শামী বলেছেন–হযরত ইমাম আযম ছিলেন মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ঠ, না লম্ব না বেঁটে। চেহেরা উত্তম, সুমিষ্ট স্বর, আকৃষ্টকারী এবং ভাষা খুব পরিস্কার।

ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনা ঃ– ইমাম আযম ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনাতে অত্যাধিক সুদৃঢ় ছিলেন। তাহার ইবাদতের পূর্ণতার বিষয়ে অন্য মাজহাব মান্যকারীগণ যা বর্ণনা করেছেন তা সাধারণ হতে এত দুরে যে বর্তমান সময়ের আরাম আয়েসের জীবন যাপনকারীগণ ইহা কল্পনাও করতে পারবে না। সকল উলামাগণই একমত যে তিনি চল্লিশ বৎসর এশার ওজুতে ফজরের নামাজ পড়েছেন।

ঐতিহাসিক শিবলী সাহেব ইহা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি, চরিত্র-ব্যবহার দ্বারা সৎ ন্যায়পরায়ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কর্মকে বিচার করা অন্যায়। ইমাম বোখারী তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে রেখেছিলেন। ইহা বর্তমান সময়ের কোন মানুষের স্মরণ শক্তিকে সামনে রেখে বিচার করা যে ইহা অসম্ভব ইহা সত্যকে অস্বীকার। কেননা আল্লাহ তাঁকে ঐ রকম ক্ষমতা দান করেছিলেন।

ইমাম সামশুদ্দিন সারখাসী ত্রিশ খন্ডে বিভক্ত বিশাল পুস্তক "মাবসুত" জেলখানাতে বসে কোন বই পুস্তকের সাহায্য ছাড়াই লিপিবদ্ধ করেছেন আজকের মানুষের মুখস্থ ও স্মরণ শক্তিকে সামনে কি অপ-প্রচার করা উচিৎ যে ইহা সম্ভবপর নয় ? কিন্তু ইহা বাস্তব। আমাদের পূর্ববতী বোজর্গগণ, সৎ ও আদর্শবান ব্যক্তিগণ নিজ জ্ঞান শক্তির সাহায্যে বিশাল বিশাল কর্ম সম্পাদন করেছেন যা আমাদের চিন্তা শক্তিরও বাইরে অথচ তা সত্য ও প্রমাণিত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম ইবনে হাজার হায়তেমী মাক্কী (মৃত্যু-৯৭৩ হিজরী) "খায়রাতুন হিসান" পুস্তকের ৮২ পৃষ্ঠায় বলেছেন–যে ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন–ইমাম আযমের রাত্রি জাগরনের কারণ এই যে একদিন তিনি শুনতে পেলেন যে এক ব্যক্তি তাকে দেখে বলছেন–এ ঐ বাক্তি যে সারারাত জেগে ইবাদত করেন। তিনি ইহা শ্রবণ করে বললেন যে আমাকে মানুষের সৎ ধারণা মত হওয়া উচিৎ। সেই দিন হতে তিনি সারারাত জেগে ইবাদত করতে লাগলেন। এই ভাবে তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এশার ওজুতে ফজরের নামাজ পড়েছেন। এবং এ আমলের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ফজল ইবনে ওয়াকিল বলেন– আমি তাবেয়ীনদের মধ্যে ইমাম আযমের মত কোন ব্যক্তিকে অধিক বিনয়ী ও একাগ্রতার সাথে নামাজ পড়তে দেখি নাই। দোওয়া চাওয়ার জন্য তাঁর অন্তরে থাকত ভীষন খোদা ভীতি, চেহেরা তাঁর হলুদ বর্ণ ধারণ করত। শরীর তাঁর অনাহার ক্লিষ্ট দুর্বল মানুষের মত হয়ে যেত।

একবার এক রাত্রে তিনি নামাজে পবিত্র কোরআনের আয়াত "বালিস সায়াতু মাওইদুহুম ওয়াস সায়াতু আদহা ওয়া আমর" পাঠ করলেন। ইহা পাঠ করার পর মনের এই রকম প্রতিক্রিয়া হল যে তিনি বার বার ইহা পাঠ করতে থাকলেন এই পর্যন্ত যে ফজরের আজান হয়ে গেল।

আল্লামা ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন– আল্লাহর কসম ইমাম আবু হানিফা আল্লাহকে অত্যান্ত ভয় করতেন, নিজের জবানকে হিফাজতে রাখতেন, হালাল রুজি খেতেন। তাঁর জ্ঞান অত্যাধিক এবং খুব প্রসারিত ছিল।

উমর বিন আউন হতে ইয়াজিদ বিন হারুন বর্ণনা করেছেন– আমি এক হাজার মাসায়েখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং ইমাম আবু হানিফার নিকটও জ্ঞান অর্জন করেছি। আল্লাহর কসম আমি তাঁর অপেক্ষা পরহেজগার এবং জবানের অধিক হিফাজতকারী কাউকে দেখি নাই।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খারেজা বিন মোসায়েব বর্ণনা করেছেন–চার জন ইমাম পবিত্র কোরআন মাজিদ এক রাকায়াতে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত খতম করেছেন।

১) হযরত ওসমান বিন আফ্ফান।

২) তামীম দায়ী, ৩) সায়িদ বিন জোবায়ের

৪) ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

ইবনে হাজার বর্ণনা করেন– হযরত আবু হানিফা যে বার শেষ হজ্জ করেন সে বার নিজের অর্ধেক মাল বায়তুল্লাহ শরীফের খাদেমদের কে দিয়েছিলেন। ইহাতে তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের ভেতরে নামাজ পড়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফ দুই রাকায়াত নামাজে সমাপ্ত করেন। প্রথম রাকায়াতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অর্ধেক কোরআন শরীফ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে বাকী অর্ধেক দ্বিতীয় পায়ে দাঁড়িয়ে সমাপ্ত করেন। নামাজ সমাপ্ত করার পর দোওয়া করেন–" হে আমার পরওয়াদেগার আমি তোমাকে সত্য বলেই জেনেছি কিন্তু যে রুপে তোমার ইবাদত করা দরকার তা আদায় করতে পারি নাই, পূর্ণ মারেফাত অর্জনে আমার ইবাদত কমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি"। সেই সময় বায়তুল্লাহ শরীফের এক কোন হতে আওয়াজ আসল–"তুমি সত্য সত্যই অবগত হয়েছ, বন্দেগী ইখলাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছ, তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং ঐ সকল লোকেদের ক্ষমা করা হয়েছে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তোমার মাজহাবের উপর কায়েম থাকবে"।

উলামায়ে কেরামগণ সকলেই একমত যে ইমাম আবু হানিফা জাতীর মধ্যে সব থেকে বড় ফাকিহ, সব চেয়ে বড় পরহেজগার, অধিক নামাজ পাঠকারী ও অধিক ইবাদত বন্দেগীকারী।

(সাওয়ানেহ বে-বাহায়ে ইমাম আবু হানিফা)

ধার্মিকতা ও সংযমশীলতা ঃ– তাকওয়া অর্থাৎ সংযম শীলতার সারমর্ম হচ্ছে, প্রত্যেক ঐ সমস্ত জিনিসকে পরিত্যাগ করা যার কারণে ধর্মের মধ্যে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এই দিক হতে ইমাম আযমের স্থান বহু উর্দ্ধে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যে বস্তুর মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ সৃষ্টি হত তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে দুরে থাকতেন। ধার্মিকতার এই অবস্থা ছিল যে ধন সম্পদের লালসা তাঁর মনে মোটেই স্থান পায় নাই। যদিও অধিক মাল বা টাকা তাঁকে দেওয়া হত তা তিনি গ্রহণ করতেন না।

হাসান ইবনে জেয়াদ কসম করে বর্ণনা করেছেন যে ইমাম আযম কখনও কারো পারিশ্রমিক বা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না বরং তিনি মানুষের বিপদে সকল প্রকার সাহায্য করতেন।

ইবনে হাজার মাক্কী লিখেছেন- যে ইব্রাহিম ইবনে উইয়ায়না চার হাজার দিরহামের ঋণী ছিলেন। ঋণ পরিশোধ না করার কারণে তিনি বন্দি হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁর মুক্তির জন্য দ্বারে দ্বারে চাঁদা আদায় করতেছিলেন। যখন তারা সাহায্যের জন্য ইমাম আযমের নিকট আসলেন তিনি সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়ার পর বললেন- যে সমস্ত চাঁদা আদায় করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দাও এবং তিনি একাই পূর্ণ চার হাজার দিরহাম তাদের দিয়ে দিলেন।

ইহাও বর্ণিত আছে একবার খলিফা মনসুর ও তার বিবির মধ্যে মতবিরোধ হয়। তার বিবি ইহার বিচার চান এবং বলেন যে ইহার ফায়সালা যেন ইমাম আবু হানিফা করেন। সে জন্য ইমাম আযমকে ডাকা হল। খলিফা মানসুরের স্ত্রী পরদার আড়ালে থাকলেন, কথা আরম্ভ হলো।

খলিফা ইমাম আযমকে জিজ্ঞাসা করলেন-একজন পুরুষ কয়জন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে ?

ইমাম আযম বললেন-চার জন মহিলাকে ।

খলিফা বললেন- আর বাঁদী ?

ইমাম আযম বললেন-আপনি যত জন ইচ্ছা করেন।

খলিফা নিজ বিবিকে উদ্দেশ্য করে বললেন-ভালো করে শুনে নাও ।

ইমাম আযম খলিফা মানসুর কে বললেন- আল্লাহ তায়ালা ইনসাফ কারীদের জন্য চার জন মহিলাকে বিবাহ করা জায়েজ বলেছেন (অর্থাৎ করতে পারে) পক্ষান্তরে একটিরই নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার ফরমান-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে ইনসাফ (ন্যায় বিচার) করতে পারবে না তবে একজন। আমাদের উচিৎ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত আদবের প্রতি খেয়াল রেখে কর্ম করা। ইহা শ্রবণ করে খলিফা মানসুর চুপ করে গেলেন। খলিফার বিবি খুশি হয়ে ইমাম আযমকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দিয়ে পাঠালেন। কিন্তু তিনি ইহা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন-আমি আল্লার দ্বীনের জন্য জিহাদ করছি, দুনিয়া অর্জন করার জন্য নয় বা কারো নৈকট্য অর্জন করার জন্যও নয়।

একদা তাঁর ব্যবসার কাপড়ের থানে কিছু ত্রুটি ছিল। তিনি তাঁর অংশীদার হাফসা বিন আবদূর রহমানকে ইহা দেখালেন এবং বললেন-এই কাপড় বিক্রয় করার সময় খরিদ্দারকে ইহা দেখিয়ে তবেই বিক্রয় করবে। অংশীদার কাপড় বিক্রয় করে দিলেন কিন্তু কাপড়ের দোষ আছে ইহা বলতে ভুলে গেলেন। ইহার পর স্মরণ ও ছিল না যে কোন খরিদ্দারের নিকট ইহা বিক্রয় করা হয়েছে। ইমাম আযম যখন এই বিষয়ে অবগত হলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ কাপড়ের মূল্য দান করে দিলেন।

(খায়রাতুন হিসান ৯৮ পৃষ্ঠা, হায়াতে ইমাম আযম ৩৬ পৃষ্ঠা)

একবার কুফা নগরে একটি ছাগল হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন-ছাগল কত দিন জীবিত থাকে ? তারা বলল যে সাত বৎসর পর্যন্ত। তিনি তখন হতে সাত বৎসর ছাগলের গোস্ত খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

(হায়াতে ইমাম আযম ৩৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম আযম একবার বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে কিছু কাদার ছিটে তাঁর কাপড়ে পড়ল। তিনি তৎক্ষনাত তা পরিস্কার করার জন্য নদীর ঘাটে পৌঁছিলেন। যখন লোকজন তাঁকে কাপড় পরিস্কার করতে দেখল তারা জিজ্ঞাসা করলো-

আপনার নিকট তো এই সামান্য পরিমাণ নাপাক জায়েজ, তবুও কেন পরিস্কার করছেন ?

তিনি বললেন-উহা ফাতাওয়া আর ইহা হচ্ছে তাকওয়া অর্থৎ পরেজগারী (তাজকেরাতুল আউলিয়া ১২৮ পৃষ্ঠা)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জ্ঞানের প্রাচুর্যতা– খতিব ইবনে মোবারক হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন–আমি কোন ব্যক্তিকে ইমাম আযম অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী দেখি নাই। হারুনার রশিদ হতে বর্ণিত যে তাঁর সামনে ইমাম আযমের আলোচনা হয় তখন তিনি তাঁর জন্য রহমতের দোওয়া করলেন এবং বললেন যে তিনি জ্ঞানের চোখে ঐ জিনিস দেখতেন যা অন্য বাহ্যিক চোখে দেখতে পেত না।

আলী ইবনে আসেফ থেকে বর্ণিত যে, যদি ইমাম আযমের জ্ঞানকে পৃথিবীবাসীদের জ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয় তবে অবশ্যই তাঁর জ্ঞান বেশী হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন–কোন নারী ইমাম আযম অপেক্ষা কোন বাচ্চার জন্ম দেয় নাই। (হায়াতে ইমাম আযম পৃঃ ৩৩)

নাস্তিকের সঙ্গে মোনাজারা ঃ– একবার এক নাস্তিকের সাথে ইমাম আযমের মোনাজেরা করার দিন নিদৃষ্ট হয়। মোনাজারার বিষয় ছিল–পৃথিবীর কোন সৃষ্টি কর্তা আছে কি নাই ? এত গুরুত্বপূর্ণ মোনাজারা একজন শ্রেষ্ঠ ইমামের সঙ্গে, এই কারণে মোনাজারা স্থলে বুহু লোক একত্রিত হয়েছিল। উক্ত মোনাজারায় নাস্তিক নিদৃষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু ইমাম আযম নিদৃষ্ট সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় সকলের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেক পরে তিনি মোনাজারায় উপস্থিত হলেন।

তিনি উপস্থিত হলে নাস্তিক জিজ্ঞাসা করল–আপনার এত দেরী হল কেন ? আপনি কি ভয়ে আসছিলেন না ?

ইমাম আযম বললেন–যদি আমি বলি যে আমি একটি জঙ্গলের পথে আসছিলাম, সেখানে একটি আশ্চর্য ঘটনা দৃষ্টি পথে আসল যা দেখে আমি অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম নদীর কিনারায় একটি গাছ ছিল গাছ টি নিজে নিজে কাটা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আবার সেই গাছ থেকে আপনা আপনি তক্তা হয়ে সেই তক্তা নিজে নিজেই নৌকা হয়ে গেল। তারপর সেই নৌকা নিজে নিজেই নদীতে নেমে গিয়ে মানুষকে পারাপার করতে লাগল। এই ঘটনা কি তুমি বিশ্বাস করবে ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নাস্তিক ইহা শোনা মাত্র হাসতে লাগল এবং হাসতে হাসতে বলল, আপনার মত এত বড় ইমাম ও বোজর্গ এই রকম একটি ঘটনা বর্ণনা করবেন ইহাই বড় আশ্চর্য। কোন কাজ কি কর্তা ছাড়া সম্পন্ন হয় ? কর্তা ছাড়া কোন কর্ম সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। ইহা কখনই হতে পারে না।

ইমাম আযম বললেন–এই কাজ তো সামান্য, ইহা অপেক্ষা আরও বৃহৎ বৃহৎ কর্ম নিজে নিজেই সম্পন্ন হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে, চলছে যেমন জমিন আসমান, পাহাড়,পর্বত, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ-লতা, শত শত প্রকারের রঙ্গীন ফুল, সুমিষ্ট ফল, মানুষ, জীব জন্তু, সৃষ্টি জগৎ ইত্যাদি কর্তা ছাড়া তৈরী হচ্ছে, নির্দিষ্ট গতি পথে চলছে, বিকশিত হচ্ছে, বাধা নাই বিপত্তি নাই ইহা কি ভাবে সম্ভব ? যদি সামান্য একটি নৌকা কর্তা ছাড়া তৈরী হওয়া পারাপার হওয়া অসম্ভব হয়। তবে এত বড় সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক ছাড়া চলা কি ভাবে সম্ভব হতে পারে ? নাস্তিক তাঁর আলোচনা শুনে অবাক হয়ে গেল, তার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নাস্তিক মতবাদ ছেড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তফসীরে কাবীর ১ম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠা)
(সংগৃহিত–সাচ্চী হেকায়াত ১ম খন্ড ৯, ১০ পৃঃ)

আরও একটি মোনাজারা ঃ–একবার ইমাম আযমের নিকট একদল মুহাদ্দেস নামাজে ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার বিষয়ে মোনাজারা করার জন্য উপস্থিত হলেন।

ইমাম আযম বললেন– সকলের সাথে একই সময়ে মোনাজারা করা তো সম্ভব নয়। সুতরাং আপনাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে নির্দ্ধারিত করুন যে আপনাদের মধ্যে বেশী জ্ঞানী। আমি তার সাথে মোনাজারা করব।

ইমাম আযম এর কথা মত তারা তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচিত করল।

ইমাম আযম বললেন–আপনাদের নির্বাচিত ব্যক্তি যা কিছু বলবে তা কি আপনারা আপনাদের মত বলে মেনে নেবেন ?

তারা বলল– হ্যাঁ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তারপর ইমাম আযম বললেন–এই ব্যক্তির জয় পরাজয় কি আপনাদের জয় পরাজয় হিসাবে গন্য করা যাবে ?

তারা বলল– হ্যাঁ

ইমাম আযম বললেন–ইহা কেমন করে ?

তারা বলল– ইহা এই জন্যই যে আমরা ঐ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে আমাদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তার বলা আমাদেরই বলা। তার জয় আমাদের জয় এবং তার পরাজয় আমাদের পরাজয়।

হযরত ইমাম আবু হানিফা বললেন– মোনাজারা এখানেই শেষ। আমরা তো ইহাই বলি যে আমরা যখন নামাজে কোন ব্যক্তিকে ইমাম তৈরী করে নিলাম তখন তিনি কেরাত পড়লেই আমাদের সকলের কেরাত পড়া হবে। ইহার কারণেই ইমামের পিছনে মোক্তাদিগণের কেরাত পাঠ করার কোন প্রয়োজন নেই। মুহাদ্দিসগণ ইমাম আযমের এই যুক্তিপূর্ণ উত্তরে নিরুত্তর হয়ে চলে গেলেন। (রুহুল বয়ান ৩য় খন্ড ৩০৩ পৃষ্ঠা)

এই কারণে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে তিনি ইমাম আযম কে দেখেছেন যদি তিনি পাথরের স্তম্ভকে সোনা প্রমাণ করার ইচ্ছা করতেন তবে দলীল দ্বারা উহাকে সোনা প্রমান করে দিতেন। (সংগৃহিত–রুহানী হেকায়াত ৩৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালেকের সঙ্গে সাক্ষাতকার ঃ– হযরত ইমাম আযম একদা মদিনা মোনাওয়ারায় হযরত ইমাম মালেকের শিক্ষালয়ে উপস্থিত হলেন। হযরত ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁকে চিনতে পারেন নাই। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কোথাকার অধিবাসী ?

ইমাম আযম বললেন আমার জন্ম ভূমি ইরাক (কুফা)

ইমাম মালেক বললেন–ঐ ইরাক যা কপটতার শহর ?

ইমাম আযম ইহা শ্রবণ করে বললেন–যদি অনুমতি দেন তবে আপনার সম্মুখে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করি ?

তিনি বললেন– অবশ্যই পড়।

ইমাম আযম এই ভাবে পড়লেন–"ওয়া মিম্মান হাউলাকুম মিনাল আরাবে মুনাফেকুনা ওয়ামিন আহ্‌লিল ইরাকে মারাদু আলান নিফাক"।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত ইমাম মালেক ইহা শ্রবণ করে লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন– কোরআন সহিহ পড় ভুল কেন পড়ছ ?

ইমাম আযম বললেন– এই আয়াত কিভাবে আছে ?

ইমাম মালেক পড়লেন আয়াতে আছে–ওয়া মিম্মান হাউলাকুম মিনাল আরাবে মুনাফেকুনা ওয়া মিন আহ্‌লিল মদিনাতে মারাদু আলান নিফাক"। অর্থাৎ এবং তোমাদের আশেপাশের কিছু মরুবাসী মুনাফেক এবং কিছু সংখক মদিনাবাসী তাদের স্বভাবেই হয়ে গেছে মুনাফেকী।

(কানজুল ইমান, সূরা তোবা, আয়াত ১০১)

ইমাম আযম স্বীকার করলেন, বললেন যে ইহাই সহিহ, আলহামদুলিল্লাহ, আপনি নিজেই ফায়সালা করে দিলেন যে কোন শহরে মোনাফেক বাস করে। ইহা শুনে ইমাম মালেক চমকে উঠলেন।

যখন লোকেরা বললেন–ইনিই ইরাকের অধিবাসী ইমাম আবু হানিফা। তখন ইমাম মালেক অত্যান্ত অণুতপ্ত হলেন এবং ইমাম আযমের চরম সম্মান প্রদর্শন করলেন।

(নুজহাতুল মাজলিস ২য় খন্ড ৩ পৃষ্ঠা, রুহানী হেকায়াত ৩৭ পৃষ্ঠা, সাচ্চী হেকায়াত ২য় খন্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা)

ইমামের অর্ন্তদৃষ্টি ঃ–কিছু সংখক বালক বল খেলতেছিল। হঠাৎ বলটি ইমাম আযম এর সম্মুখে এসে পড়ল। কিন্তু বালকদের কারো সাহস হল না যে বলটি তাঁর সামনে হতে উঠিয়ে আনে। হঠাৎ বালকদের মধ্যে হতে একজন দৌড়ে এসে বলটি তাঁর সামনে হতে নির্ভয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন তিনি ছেলেটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন– ছেলেটি জারজ। কেননা তার মধ্যে কোন লজ্জা ভয় নাই। পরে খোজ খবর নিয়ে জানা গেল যে আসলেই ছেলেটি জারজ।

(তাজকেরাতুল আউলিয়া (উর্দূ) পৃঃ ১২৭)

অজুর পানিতে গোনাহ পাক ঃ–মুসলীম শরীফের ১ম খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠায় হযরত ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ব্যাক্তি ভাল ভাবে অজু করে তার শরীরের সমস্ত গোনাহ বের হয়ে যায় এমনকি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নখের নিচ হতেও পরিস্কার হয়ে যায়। মুসলীম শরীফের উক্ত পৃষ্ঠাতে আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে উক্ত হাদীসের সমর্থনে বিস্তারিত ভাবে আরও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আওলিয়ায়ে উম্মাতের মধ্যে অজুর ব্যবহৃত পানির বিষয়ে সব থেকে উন্নততর দর্শন করেছেন ইমামূল মুহাদ্দেসীন, ইমামূল আইয়েম্মা সাইয়েদোনা হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইহা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানীগণ এবং অন্য মাজহাব মান্যকারীগণও স্বীকার করেছেন যেমন শাফেয়ী মাজহাবের নির্ভর যোগ্য আলেম সাইয়েদোনা হযরত আব্দুল অহ্হাব সায়রানী আলায়হি রহমা "মিজানুশ শারিয়াতিল কোবরা" পুস্তকে বলেছেন–আমি শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণকে বলতে শুনেছি যে ইমাম আযমের দৃষ্টি শক্তি এত প্রখর ও সুক্ষ্ম ছিল যা কেবল মাত্র বড় বড় আওলিয়া গণই অবগত। তিনি বলেছেন যে–ইমাম আবু হানিফা অজুতে ব্যবহৃত পানি দেখতেন এবং উহা হতে অবগত হয়ে যেতেন যে ইহার মধ্যে কত কাবিরা, সাগিরা গোনাহ হয়েছে বা কত খারাপ কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে ইউরোপ ১৩৪, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রকাশিত–ইন্টার ন্যাশনাল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নেদারল্যাণ্ড) খাতিবে উপমহাদেশ হযরত আল্লামা মুশতাক আহমদ নিজামী বর্ণনা করেছেন যে, একদা সাইয়েদোনা ইমাম আযমের সময়কালে জনৈক ব্যক্তি এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, ইহা জ্ঞানে আসছে না যে ওজুর পানিতে গোনাহ কেমন করে ধৌত হয়ে যায়। তখন তিনি তাকে সাথে করে মসজিদ নিয়ে আসলেন। তার প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জাহ দান করলেন যার ফলে চোখের পরদা সরে গেল। এই সময়ে একজন ব্যক্তি আসল এবং অজু করতে আরম্ভ করলো।

ইমাম আযম বললেন–দেখো তার অজুর অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ থেকে যে পানি পড়ছে তা কেমন ?

সে গভীর দৃষ্টিতে দেখল এবং বলল–যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নির্গত পানি কাদার মত দেখাচ্ছে

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির বিষয়ে বললেন যে–ইহার প্রতি লক্ষ্য করো, ইহার অজুর পানি কেমন ?

সে ব্যক্তি দেখে বলল–ইহার পানির রং মাটির মত।

তৃতীয় ব্যক্তি ওজু করতে আরম্ভ করলে ইমাম আযম বললেন–ইহাকে দেখো।

তাকে দেখে সে বলল–তার অজুর পানির রং পরিস্কার।

তারপর তিনি তাদের নিকটে ডাকলেন। যে ব্যক্তি প্রথমে অজু করছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কোন গোনাহ করেছো ?

ইহা শোনা মাত্রই তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হলো কিন্তু সে চিন্তা করল যে ইহা অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করছে না তিনি এই সময়ের ইমাম এবং আল্লার ওলি জিজ্ঞাসা করছেন। আমি আমার অন্যায় বা গোনাহ তাঁর নিকট গোপন করতে পারব না। তাই সে নম্র ভাবে বলল– হুজুর আমার দ্বারা জেনার গোনাহ হয়ে গেছে। ইমাম আযম বললেন–ইহা কাবিরা গোনাহ, তার জন্যই ইহা কাদার মত ঝরতে ছিল।

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞসা করলেন–তুমি বলো তুমি কোন গোনাহ করেছ ?

সে ব্যক্তিও ইমাম আযমের জ্ঞান গরিমা ও সুক্ষ্ম দৃষ্টি সমন্ধে জ্ঞাত ছিল। সে বলল আমার দ্বারা মিথ্যা বলার গোনাহ হয়েছে।

ইমাম আযম বললেন–মিথ্যা জেনার চেয়ে কম স্তরের গোনাহ। এই জন্য তার পানির রং মাটির মত। তারপর তৃতীয় ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি বল তুমি কি সৎ কাজ করেছ ?

চিন্তা করুন, এখানে প্রশ্নের ধরন বদলিয়ে গেল। এখন প্রশ্ন নাই কোন গোনাহ করেছ বরং প্রশ্ন হচ্ছে কোন নেকীর কাজ করেছ।

তার চোখের জল চলে আসল যে তার গোপন ভেদ প্রকাশ হয়ে গেল। উত্তর দিলেন–হুজুর আমার নিকট কোন নেকী নাই তবে আমি এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পর দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামাজের জন্য অপেক্ষা করি।

ইমাম আযম বললেন–তার কোন গুনাহ হয় নাই তাই তার ওজুর পানির রং পরিস্কার।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাঠক বর্গ–নবীপাকের অনুসারী ও গোলাম ইমাম আযমের জ্ঞানের যদি এই পরিধি হয় তবে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জ্ঞানের পরিধি কি হতে পারে ? যা সৃষ্টি দেখতে পায় না নবীপাক তা দেখতে পান। হাদীসপাকের কথায়–তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠায় আবু জার গাফ্‌ফারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে নবীপাক বলেন–নিশ্চয় আমি যে বস্তু দর্শন করি তোমরা তা দর্শন করো না, যা কিছু শ্রবণ করি তা তোমরা শ্রবণ করো না। এই জন্য আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা হাদায়িকে বাখশিশ এর মধ্যে বলেন

"দূর ও নাজদিক কে শুননে ওয়ালে ও কান
কানে লালে কারামত পে লাখু সালাম"।

তিনি আরও বলেন যে, ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ওজুর ব্যবহৃত পানি দেখতেন তখন সাগিরা কাবিরা গুনাহ সমূহ এবং মাকরুহ বিষয় গুলিকে দেখে নিতেন। ওজুর ব্যবহৃত পানিকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন যথা নাজাসাতে গালিজা, নাজাসাতে মুতাওয়াসসাতা এবং ত্বাহির গায়ের মুত্বাহার। ইহা গোনাহর কারণে ব্যবহৃত পানির বিভক্তিকরণ।

ইহা বর্ণিত হয়েছে যে ইমাম আযম একদা কুফার জুম্মা মসজিদে ওজু করার স্থানে প্রবেশ করলেন। সেখানে দেখলেন যে একজন যুবক ওজু করছে এবং ওজুর পানি তার অঙ্গ হতে নিচে পড়ছে। তিনি তাকে বললেন– হে যুবক পিতা মাতার নাফরমানি হতে তওবা করো। সে তৎক্ষনাৎ বলল আমি তওবা করলাম।

দ্বিতীয় ব্যক্তির ওজুর পানি পড়তে দেখে বললেন–হে ভাই জেনা হতে তওবা করো। সে তৎক্ষনাৎ বলল আমি তওবা করলাম।

আরও বর্ণিত হয়েছে যে অন্য এক ব্যক্তিকে ওজু করতে দেখে বললেন–হে শরাব পানকারী অশালীন গান বাজনা হতে তওবা করো। সে তখনই তওবা করল।

(সংগৃহিত–জামিউল হাদীস ১ম খন্ড পৃঃ ২৫০)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপস্থিত বুদ্ধি ঃ–(১) ইমাম ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলায়হি একবার অসুস্থ হয়ে গেলেন, ইমাম আযম বললেন–যদি এই ছেলেটা মারা যায় তবে পৃথিবীতে তার স্থান পূর্ণ হবে না। অল্প দিনের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ সুস্থ হলেন। তারপর তিনি ফেকাহ শাস্ত্র শিখাবার জন্য আলাদা স্থান তৈরী করলেন। মানুষ তাঁর সভাতে যেতে লাগল।

ইমাম আযম তা অবগত হয়ে কিছু উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন, আবু ইউসুফের সভাতে যাও, গিয়ে জিজ্ঞাসা করো যে এক ব্যক্তি ধোপাকে কাপড় দিয়েছে সে দুই দিরহামে ধুয়ে দিবে। কিছু দিন পর সে যখন কাপড় চাইল তখন ধোপা অস্বীকার করল। কিছু দিনপর সে ব্যক্তি আবার কাপড় চাইল তখন ধোপা পরিস্কার কাপড় তাকে দিয়ে দিল। সেই ব্যক্তির জন্য কাপড় ধোয়ার টাকা দেওয়া ওয়াজেব হবে, না হবে না। যদি উত্তর দেয় যে ধোপাকে টাকা দিতে হবে তবে বলবে যে আপনি ভুল বললেন। যদি বলে যে মজুরী পাবে না তবে বলবে যে ভুল হলো। সে ব্যক্তি আবু ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল এবং এই মসলা জিজ্ঞাসা করল। তখন আবু ইউসুফ বললেন যে মজুরী দেওয়া ওয়াজেব। সে ব্যক্তি বলল– আপনি ভুল বললেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন যে মজুরী দেওয়া ওয়াজেব নয়। সে ব্যক্তি বলল যে আপনি ভুল বললেন। সে সময়ই তিনি ইমাম আযমের নিকট উপস্থিত হলেন।

ইমাম আযম বললেন–মনে হয় ধোপার মসলা নিয়ে এসেছ ?

আবু ইউসুফ বললেন–হ্যাঁ হুজুর ।

ইমাম আযম বললেন–সুবহানাল্লাহ ! যে ব্যক্তি মুফতী হয়ে মানুষকে মসলা দেওয়ার জন্য বলে আর তার এই অবস্থা যে এক ইজারার মসলা সম্পর্কেও তার আমল নাই।

আবু ইউসুফ বললেন– দয়া করে ইহা আমাকে বলুন।

তিনি বললেন–যদি আত্মসাত করার পূর্বে ধুয়ে থাকে তবে মজুরী দেওয়া ওয়াজেব। এই জন্য যে সে মালিকের জন্যই ধুয়ে ছিল আর যদি আত্মসাৎ করা অস্বীকার করার পর ধুয়ে থাকে তবে মজুরী পাবে না। কেননা, সে নিজের জন্য ধুয়ে ছিল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২। একবার ইমাম আযমের এক প্রতিবেশীর ময়ুর চুরি হয়ে গিয়েছিল। সে ব্যক্তি ইমাম আযমের নিকট অভিযোগ জানাল। ইমাম আযম বললেন চুপ থাক। তারপর তিনি মসজিদে উপস্থিত হলেন। যখন সমস্ত মানুষ একত্রিত হল তখন তিনি বললেন– ঐ ব্যক্তির লজ্জা করে না যে প্রতিবেশীর ময়ূর চুরি করে মসজিদে আসে নামাজ পড়তে, আবার তারপর ময়ূরের পালক মাথার উপর নিয়ে। এক ব্যক্তি নিজ মাথা পরিস্কার করল। ইমাম আযম তখন তাকে বললেন–তুমি তোমার প্রতিবেশীর ময়ূর ফিরিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে ময়ুর ফিরিয়ে দিল। (মাহনামায়ে আমজাদীয়া এপ্রিল জুন ২০০৪)

৩। একদা এক ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি আসল এবং তার বিবির নিকট পানি চাইল। কিন্তু তার পানি আনতে দেরী হয়ে গেল। যখন সে পানি নিয়ে আসল তখন তার স্বামী রাগান্বিত হয়ে বলল–খবরদার যদি আমাকে এই পানি পান করাও তবে তোমাকে তিন তালাক। যদি ফিরে যাও, অথবা ফেলে দাও অথবা কাউকে দিয়ে দাও তবুও তিন তালাক। মোট কথা সব রকমের বাঁধন দিয়ে দিল। পরে অনুশোচনা আসল এবং ভাবল আমি কি বলে দিলাম। উক্ত সমস্যা ফয়সালার জন্য বড় বড় উলামা ফকিহদের নিকট ফাতাওয়া চাইল। সকলেই বললেন তালাক হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মসলা ইমাম আযমের নিকট পৌঁছল। তিনি বললেন উক্ত নারীকে একটি কাপড় দিয়ে দিবে। সে ঐ পানিতে কাপড় ডুবিয়ে ডুবিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিবে এবং এই ভাবেই সে তালাক থেকে বেঁচে যাবে। কেননা ইহা তার বাঁধন বা শর্তের মধ্যে নাই।

৪। একদা এক ব্যক্তির ঘরে চোর প্রবেশ করেছে। সে চুরি করে বের হওয়ার সময় বাড়ির মালিক তাকে দেখে নেয়। চোর যখন বুঝতে পারল যে বাড়ির মালিক তাকে দেখে নিয়েছে তখন তরবারী বের করে মালিককে এই কসম করিয়ে নিল যে যদি আমার চুরি সম্পর্কে কাউকে বল তবে তোমার বিবির প্রতি তিন তালাক হবে। সে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে কসম করে নিল কিন্তু পরে চরম চিন্তিত হল যে চোর তার সম্মুখে কিন্তু কাউকে বলতে পারছে না নিরূপায় হয়ে সে শেষ পর্যন্ত ইমাম আযমের নিকট উপস্থিত হল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম আযম বললেন যে–তুমি শহরের সমস্ত খারাপ লোকেদের দাওয়াৎ করো এবং যেখানে দাওয়াত হবে সেখানে দরওয়াজার পাশে মাসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে দাঁড় করিয়ে দাও। যখন দাওয়াত গ্রহণ কারীরা দাওয়াত খেয়ে চলে যেতে থাকবে তখন ইমাম ও মোয়াজ্জিন এক এক করে প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে যে এই ব্যক্তি কি তোমার চোর ? যে ব্যক্তি চোর নয় তার সম্পর্কে না বলবে। আর যখন চোর সামনে আসবে তখন চুপ থাকবে। সুতরাং এই কৌশল অবলম্বন করা হলো। ইমাম আযমের সুক্ষ বুদ্ধি বলে চোর ধরা পড়ল অথচ বিবি তালাক হল না।

(মহানামা আশরাফিয়া মোবারকপুর মার্চ ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ২১,২২)

ইমাম আযমের বিশেষত্ব ঃ– ইমাম আযমকে আল্লাহ তায়ালা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ও পরিশ্রম লব্ধ জ্ঞানে অধিক প্রাচুর্য দান করেছিলেন। তাঁর বিশেষত্ব সম্পূর্ণ বর্ণনা করা বড়ই মুসকিল, তবে তা সংক্ষেপে ঃ–

১) ইমাম আযমের জন্ম শ্রেষ্ঠ জামানার প্রথম অংশে। যে জামানা সম্পর্কে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে এই সময়কালের মানুষ সমস্ত সময়ের মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২) তিনি হযরত আনাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফাহ এবং অন্য সাহাবাগণের দর্শন করার কারণে একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী।

৩) তিনি হযরত আনাস, আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফাহ, আয়েসা বিনতে আজয়াদ প্রভৃতি সাহাবী হতে হাদীস রওয়ায়াত করেছেন।৪) তাঁর শিক্ষক এবং ছাত্র গণের সংখ্যা অন্যান্য সমস্ত ইমাম ও শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা অপেক্ষা সর্বাধিক।

৫) তিনি সর্ব প্রথম ফেকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অধ্যায় ও পুস্তক আকারে প্রকাশিত করেছেন। এ জন্য মোয়াত্তার মধ্যে ইমাম মালেক তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

৬) তাঁর ইজতেহাদের নিয়মেই সমস্ত ইমাম এবং মুজতাহিদগণ শিক্ষা লাভ করেছেন। এই জন্য ইমাম শাফেয়ী বলেছেন সমস্ত ফাকিহগণ ফেকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার ছাত্র।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত ইমাম আযমের মাসনাদের অনেক পুস্তক ছিল। এই পুস্তকে আবুল মোয়ায়ইদ মহম্মদ ইবনে মাহমুদ খারজামী (মৃত্যু ৬৬৫ হিজরী) একত্রিত করেছেন। ভূমিকায় তিনি ইহা একত্রিত করার কারণ হিসাবে লিখেছেন যে শাম দেশে কিছু সংখ্যক মুর্খ ইহা প্রচার করে রেখেছে যে ইমাম আবু হানিফা হাদীস সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত নহেন।এই জন্যই যে হাদীস শাস্ত্রে তার কোন লেখনী নাই। ইহার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মাসনাদ সমূহকে যা আলেমগণ ইমাম আবু হানিফার হাদীস হতে একত্রিত করেছিলেন সে গুলো আমি জমা করলাম। তার বিস্তারিত বিবরণ এই–

১) মাসনাদে হাফিজ আবু মহম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মহম্মদ বিন ইয়াকুব আল হারীসুল বোখারী আল মারুফ বে-আব্দিল লাহিল উসতাদ।

২) মাসনাদে ইমাম আবুল কাশেম তালহা বিন মহম্মদ বিন জাফারুশ শাহিদ।

৩) মাসনাদে হাফিজ আবুল হাসান মহম্মদ বিন আল মুজাফ্ফার বিন মুসা বিন ঈশা।

৪) মাসনাদে হাফিজ আবু নায়িম আল ইসবিহানী।

৫) মাসনাদে সায়েখ আবু বাকার মহম্মদ বিন আব্দুল বাকি মহম্মদ আল আনসারী।

৬) মাসনাদে ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আদিউল জুরজানী।

৭) মাসনাদে ইমাম হাফিজ উমর বিন হাসান আল উসনানী।

৮) মাসনাদে আবু বাকার আহমদ বিন মহম্মদ বিন খালিদ আল কালায়ী।

৯) মাসনাদে ইমাম আবু ইউসফ কাজীউল কোজা।

১০) মাসনাদে ইমাম মহম্মদ।

১১) মাসনাদে হাম্মাদ বিন ইমাম আবু হানিফা।

১২) আসারে ইমাম মহম্মদ।

১৩) মাসনাদে ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ বিন আবিল আওয়ামিল আদী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম খারজামী যে মাসনাদ সমূহের নাম উল্লেখ করেছেন সে গুলি তিনি একত্রিত করেছেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক মাসনাদ রয়েছে। ইমাম খারজামী যে মুহাদ্দিস গণের নিকট হতে "জামিউল মাসানিদ" এ রেওয়াত নিয়েছেন তাদের পর্যন্ত নিজের সনদও বর্ণনা করেছেন এবং তাদের অবস্থাও বর্ণনা করেছেন। তানিবুল খতিবের মধ্যে কাওসারী সাহেব হযরত ইমাম আযমের মাসনাদের সংখ্যা একুশ বলেছেন।

বিখ্যাত হাদীসের হাফিজ মহম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শাফেয়ী সিরাতে সাফেয়া কোবরার লেখক আল্লামা সিউতীর ছাত্র "উকুদুল জিনানে" ফি মানাকিবিল নো'মান" এর মধ্যে হযরত ইমাম আযমের সতের মাসনাদের সিলসিলার ধারাবাহিক একত্রিত কারী পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

"তানিবুল খতিবের" মধ্যে কাওসারী সাহেব লিখেছেন যে ইমাম আযমের মাসনাদ সমূহকে মুহাদ্দিসগণ সব সময় সঙ্গে রাখতেন। তার মাসনাদের মধ্যে আহকামের হাদীসের উত্তম ভাণ্ডার ছিল।

আল্লামা জাহাবী মানাকেবে ইমামে আযমের মধ্যে বলেছেন–ইমাম আযম হতে মুহাদ্দিস ও ফাকিহ গণের বিরাট জামায়াত হাদীস বর্ণনা করেছেন যা অ-গণীত।

সংগৃহিত–নুজহাতুল কারী ১ম খন্ড ১২৯ পৃঃ ১৩০,১৩১ পৃঃ) (মাসনাদে ইমাম আযম (উর্দু) মুকাদ্দমা ৩০,৩১ পৃষ্ঠা)কিছু জামায়াতে ইসলামী ও লা-মাজহাবীদের এজেন্টগণ এই অপপ্রচার করে যে ইমাম আবু হানিফা কোন বই পত্র লিখতে পারেন নাই। তিনি আবার ইমাম কি ভাবে হবেন। তাদের মন্তব্য শুনে অবাক হতে হয়। হয় তারা মূর্খ অন্যথায় ইমাম আযমের তথা ইসলামের দুষমন। ইহারা ইসলাম এবং নবীপাকের শত্রু ইহাদের নিকট হতে সাবধান।

ইমামে আযম ও ইব্রাহিম বিন আহকাম ঃ-

হযরত ইব্রাহিম বিন আহকাম রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন কোন সময় ইমাম আযমের দরবারে অংশ গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি ময়লা পুরাতন কাপড় পরে তাঁর নিকট সভাতে উপস্থিত হলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আব্দুল্লাহ বিন মোবারক কোন উত্তর দিলেন না। ফিরে আসলেন। তারপর দুই তিন দিন পর কিছু লিখিত কাগজ সঙ্গে নিয়ে আবার গেলেন। ইমাম আওজায়ী তাঁর হাত হতে কাগজ গুলি নিলেন। প্রথম অংশে "ক্বালা নোমান ইবনে সাবিত" অর্থাৎ নোমান ইবনে সাবিত বলেছেন–সেই কাগজগুলো অনেক্ষণ পর্যন্ত পড়তে থাকলেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন–এই নোমান কে ?

তিনি বললেন– ইরাকের একজন ব্যক্তি যার সংস্পর্শে আমি থেকেছি।

আওজায়ী বললেন–তিনি একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি।

আব্দুল্লাহ বিন মোবারক বললেন–তিনিই ইমাম আবু হানিফা। যাকে আপনি নতুন সৃষ্টিকারী বলেছেন।

তারপর ইমাম আওজায়ীর ভুল ভাঙ্গল এবং তার মনে পূর্বকৃত মন্তব্যের জন্য অনুশোচনা এল। তিনি যখন হজের জন্য মক্কা পৌঁছিলেন তখন ইমাম আযমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। সেখানে কিছু মসলার প্রসঙ্গ উঠল। ইমাম আযম উত্থাপিত মসলা সমূহের এমন উত্তম ব্যখ্যা দিলেন তাতে ইমাম আওজায়ী অবাক হয়ে গেলেন। সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকও উপস্থিত ছিলেন। ইমাম আযম সেখান হতে প্রস্থানের পর ইমাম আওজায়ী বললেন–তাঁর শ্রেষ্ঠত্বই তাঁকে প্রসংশিত করেছে। আজ আমার বিশ্বাস হল যে আমার ধারণা ভুল ছিল। সে জন্য আমি অত্যান্ত অণুতপ্ত।

ইমাম বাকের ও ইমাম আযম ঃ–হযরত ইমাম আযমের শিক্ষকগণের মধ্যে ইমাম বাকের ও ছিলেন। তিনি একবার মদিনা তাইয়েবায় উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পৌত্র হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সন্তান হযরত মহম্মদ বাকের রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত মোহাম্মদ বাকের সেই সময়ের একজন মুহাদ্দীস ফাকিহ এবং অত্যন্ত মুত্তাকী তাবেয়ী ছিলেন। সেই সময় একজন ব্যক্তি তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন যে ইনিই আবু হানিফা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম বাকের ইমাম আযম কে বললেন–

ঐ ব্যক্তি তুমি ? যে কিয়াস দ্বারা আমার নানা জানের পবিত্র হাদীসের বিরোধিতা করেছ।

ইমাম আযম বললেন– "মায়াজাল্লাহ" হাদীস শরীফের বিরোধিতা কে করতে পারে। হুজুর যদি অনুমতি দেন তবে কিছু আবেদন করি। অনুমতি প্রাপ্তির পর ইমাম আযম আবেদন করলেন–হুজুর পুরুষ দুর্বল না নারী ?

ইমাম বাকের বললেন–নারী।

ইমাম আযম বললেন–উত্তরাধিকারে পুরুষের অংশ বেশী না নারীর ?

তিনি বললেন– পুরুষের।

ইমাম আযম বললেন– আমি যদি কিয়াস দ্বারা হুকুম করতাম তবে নারীদের কে পুরুষদের দুইগুন দেওয়া নির্দেশ দিতাম।

তারপর ইমাম আযম বললেন–নামাজ উত্তম ইবাদত না রোজা ?

তিনি বললেন– নামাজ।

ইমাম আযম বললেন–কিয়াস ইহাই চায় যখন নামাজ রোজা অপেক্ষা উত্তম ইবাদত তখন ঋতুগ্রস্থ নারীর জন্য নামাজের কাজা আদায় করা রোজার কাজা আদায় করা অপেক্ষা উত্তম হত। যদি হাদীসের বিরোধীতা করে কিয়াস দ্বারা হুকুম করতাম তা হলে ইহা নির্দেশ দিতাম যে ঋতুগ্রস্থ নারী নামাজের কাজা যেন অবশ্যই আদায় করে। কিন্তু আমি ইহা করি নাই। ইহার পর ইমাম বাকের অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর পেশানীতে চুমা দিলেন। ইমাম আযম দীর্ঘ সময় সেখানে উপস্থিত থেকে ইমাম বাকেরের নিকট হতে ফেকাহ ও হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। এই ভাবেই ইমাম বাকেরের সুযোগ্য সন্তান ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হতেও তিনি ফায়েজ লাভ করেন।

(নুজহাতুল ক্বারী ১ম খন্ড ১২২,১২৩ পৃষ্ঠা)

(মাসনাদে ইমাম আযম (উর্দূ) ভূমিকা ২৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম ক্বাতাদাহ ও ইমাম আযম ঃ– যখন হযরত ক্বাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কুফায় প্রবেশ করলেন সেখানকার অধিবাসীগণ তাঁর প্রতি বিশেষ আসক্ত হয়ে পড়ল। তিনি সেখানকার লোকেদের বললেন–তোমরা যা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন করো ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তখন যুবক ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন–হযরত সোলায়মান আলায়হিস সালামের পিপিলিকাটি নারী জাতীয় ছিল না পুরুষ জাতীয় ?

প্রশ্ন শুনে হযরত ক্বাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম আযম বললেন–সেটা নারী জাতীয় ছিল।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল–আপনি কি করে জানতে পারলেন ? তিনি বললেন–কোরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–"ক্বালাত নামলাতুন" যদি নর হত তবে কোরআন শরীফে "কালা নামলুন" ইরশাদ করা হত।

সোবহানাল্লাহ ! ইহাই ইমাম আযমের জ্ঞান গভীরতার পরিচায়ক।

(সাদরুল আফাজীল মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নায়ীমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহি আলায়হি ১৯ পারা, সূরা নমল, আয়াত ১৮ এর ব্যখ্যায় তফসীরে খাজাইনুল ইরফানে বর্ণনা করেছেন।)

বিঃ দ্রঃ–হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় নামাজ পড়া ও রোজা রাখা হারাম। এই দুই অবস্থায় নামাজ মাফ নামাজের কাজা আদায় করতে হবে না কিন্তু রোজার কাজা অন্য সময় আদায় করা ফরজ। ---বাহারে শরীয়াত, কানুনে শরীয়ত)

নবীপাকের রওজা শরীফ এবং ইমাম আযম ঃ–ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হুজুর সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জিয়ারতের জন্য যখন মদিনা শরীফ পৌঁছিলেন এবং রওজা পাকের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তিনি আরজ করলেন–আসসালামু আলায়কা ইয়া সাইয়াদাল মুরসালীন। তখন রওজা পাক হতে উত্তর আসল–ওয়া আলায়কাস সালামু ইয়া ইমামাল মুসলেমীন।

(তাজকেরাতুল আওলিয়া ১২৬ পৃষ্ঠা)

(মাহানামায়ে আলা হযরত বেরেলী শরীফ মে, ২০০৭)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এখানে জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন নবী অর্থাৎ জীবিত। উম্মতের সালাম শ্রবণ করেন এবং তার উত্তরও প্রদান করেন। আর ইহাও জানা যায় হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মুসলমানদের ইমাম। কেননা নবীপাক নিজেই তাঁকে মুসলমানদের ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইহার পরেও কেউ ইমাম আযম সম্পর্কে অসম্মান সূচক বাক্য বললে নিশ্চয় তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণ হবে।

মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড ১২১ পৃষ্ঠায় হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–আল্লাহ তায়ালা মাটির জন্য নবীগণের শরীরকে খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন এই জন্যই যে আল্লাহর নবীগণ জীবিত এবং তাঁদের রুজিও দেওয়া হয়। আর দয়ার নবী আল্লাহর ওলী বা নেক বান্দাদের বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন–

মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড ১৯৭ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালার ফরমান–যে ব্যক্তি আমার ওলিদের সাথে শত্রুতা করবে নিশ্চয় আমি তার সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষনা দিচ্ছি।

ইমাম আযম ও আদবে নবী ঃ–তিন রাকায়াত বা চার রাকায়াত নামাজের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়ার পর "আল্লা হুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদিন" পর্যন্ত পড়লে তার প্রতি নামাজে সোহ সাজদা করা ওয়াজেব। ইহা এই কারণে যে তৃতীয় রাকায়াতের জন্য তার দাঁড়াতে দেরী হয়েছে। এই সময় পর্যন্ত সে যদি চুপ থাকত অথবা কোরআন পাকও তেলাওয়াত করত তবুও সোহ সাজদা ওয়াজেব হত। ইহা ইমাম আযমের মসলা।

ইমাম আযম একদিন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন করলেন এবং নবীপাক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কেন নামাজে ২য় রাকায়াতে আত্তাহিয়াতোর পর দরুদ শরীফ পাঠকারীর উপর সোহ সাজদা ওয়াজেব বলেছ ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তিনি বিনীত ভাবে বললেন–হুজুর ইহা এই কারণে যে নামাজে সে ভুল করে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে, ইচ্ছাকৃত মহব্বতে নয়। হুজুরপাক এই উত্তর শ্রবণ করে সন্তুষ্ট হলেন।

(ইমামূন নুহ সাদরুল উলামা আল্লামা মুফতী সৈয়দ গোলাম জিলানী সাহেব নিজামে শরীয়ত" ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আযম সম্পর্কে প্রশংনীয় বাক্য ঃ–

ইমাম আযমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর দ্বীনি খেদমত সমন্ধে তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণ অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

খালাক ইবনে আইউব প্রকাশ্য ভাবে বলতেন–আল্লাহ তায়ালা হতে জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লাভ করেছেন। সাহাবাগণ তাঁর সহবতে এই জ্ঞান অর্জন করেন। সাহাবাগণ হতে তাবেয়ীগণ এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণ হতে সেই জ্ঞান ইমাম আযম ও তাঁর সহচর বৃন্দ লাভ করেছেন।

ইবনে ইনিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক হতে বর্ণনা করেছেন–আবু হানিফা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন গুলির মধ্যে একটি নিদর্শন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পৌত্র জনাব কাসেম বলেন–ইমাম আবু হানিফার মাজলিস অপেক্ষা অতিরিক্ত ফায়েজ বরকত লাভের আর কোন মাজলিস নাই।

ইস্রাইল বলেন–নো'মান (আবু হানিফা) অত্যান্ত সৎ ব্যক্তি ছিলেন। আহকাম বিষয়ে তাঁর অপেক্ষা অধিক জ্ঞান কারো ছিল না। ফেকাহ ও হাদীস বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কোন ব্যক্তি ছিল না। তিনি হযরত হাম্মাদ হতে হাদীস স্মরণ করেছিলেন। খলিফা ও আমির ওমরাহগণ তাঁর অত্যন্ত সম্মান করতেন।কোন ব্যক্তি ফেকাহের মসলা বিষয়ে তাঁর সাথে বাহাস করতে আসলে সে কঠিন বিপদে পড়ে যেত।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন–ইমাম আযম অপেক্ষা হাদীসের অর্থ ও ফেকাহের সুক্ষ বিষয় এর জ্ঞান কারও ছিল না।

সংগৃহিত–তাজকিরাতুল মুহাদ্দিসিন ৫৯,৬০ পৃষ্ঠা।

হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহম্মদ সিরহান্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "মাকতুবাত শরীফের" (উর্দু) ৩য় খন্ডের দ্বিতীয় দপ্তরের ৫৫ নং মাকতুবে (৩২–৩৫ পৃঃ) বর্ণনা করেছেন–হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার পর এই শরীয়তের অণুসরণ করবেন এবং শেষ নবী মহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতেরই অণুসারী হবেন। কেননা এই শরীয়ত বিলুপ্ত হওয়া জায়েজ নয়। অনেক জাহেরী আলেম নিজ জ্ঞানের অপূর্ণতার জন্য হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের ইজতেহাদের বিরোধীতা করবে এবং কিতাব ও সুন্নাতের বিরোধী মনে করবে। হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের অবস্থা ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়হির মত তিনি পরহেজগীর ও তাকওয়ার বরকতে এবং সুন্নাতের ধারাবাহিক অণুসরণের কারণে ইজতেহাদ ও ইজতেম্বাতের উচ্চ দরওয়াজায় পৌঁছেছিলেন। অনেকে ইহা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নাই এবং তাদের সুক্ষ জ্ঞানের অভাবে তাঁর ইজতেহাদকে কিতাব ও সুন্নাতের বিরোধী মনে করে। এই কারণে তাঁকে এবং তাঁর সহচরদের আসহাবুর রায় অর্থাৎ নিজস্ব মত পোষন কারী বলে আখ্যায়িত করে। তাদের এই সকল মন্তব্য ইমাম আযমের সুক্ষ জ্ঞানকে বুঝতে না পারার কারণে।
বিখ্যাত চিন্তাবীদ ইমাম শাফেয়ী ইমাম আযমের ফেকাহের সুক্ষতার জ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন।এই জন্যই তিনি বলেন–সমস্ত ফাকিহ গণ আবু হানিফার সন্তান এবং মুখাপেক্ষী।

কিন্তু আফশোষ ঐ অসম্পূর্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন দলের প্রতি যারা নিজ অপূর্ণতাকে অপরের দিকে সম্পর্ক করে।

ঈসা আলায়হিস সালামের ইজতেহাদ ইমাম আযমের ইজতেহাদের মত হবে। কিন্তু ইহা নয় যে তিনি ইমাম আযমের তাকলিদ করবেন। কেননা তাঁর মর্যাদা অনেক উচ্চে, ইহা নয় যে তিনি উম্মতের উলামার তাকলিদ করবেন।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এই মাজহাবের উজ্জ্বলতা খোদাপ্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা দর্শন করলে বিরাট সমুদ্রের মত মনে হবে। অন্য সমস্ত মাজহাব ইহার নিকট ছোট নদী বা হাউজের মত। প্রকাশ্য ভাবে দেখলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশই আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাজহাবের অনুসারী। আর এই মজহাবের অধিকাংশ অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও আসল ও শাখা প্রশাখায় দ্বিতীয় অন্য মাজহাব অপেক্ষা সতন্ত্র এবং ইজতেমবাদ করাতে আলাদা নিয়ম পদ্ধতি আছে এবং ইহা তার হক হওয়ার প্রমাণ।

ইমাম আবু হানিফা সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণে সকলের উর্দ্ধে এবং মুরসাল হাদীসের অনুসরণ ও মাসনাদ হাদীসের মতই করেন। এবং ইহাকে নিজ মত ও রায়ের উর্দ্ধে রাখেন। এই রকমই সাহাবায়ে কেরাম গণের কথা এবং ফায়সালাকেও নিজ মতের উর্দ্ধে স্থান দিতেন। ইহা সত্ত্বেও বিরোধীগণ তাঁকে নিজ মত পোষন কারী বলে থাকে এবং তাঁর সম্পর্কে বেয়াদবী মূলক শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অথচ সকলেই তাঁর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর তাকওয়া ও পরহেজগারীর কথা স্বীকার করে থাকেন আল্লাহ তাদের সুমতি দান করুন যেন তারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের আঘাত না দেয় এবং তাঁর অনুসারী বৃহত্তর জামায়াতকে কষ্ট না দেয়। এই সব ব্যক্তিগণ খোদার নূরকে ফুঁ দিয়ে নিভাতে চায়। কিন্তু ইহা অসম্ভব। তিনি আরও বলেন–আমি হানাফী মাজহাবের অনুসারী কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সঙ্গে আমার আন্তরিক মহব্বত। তাঁকে বোজর্গ মনে করি। এই জন্য কিছু নফল কর্মে আমি তাঁর মত অনুসরণ করি। কিন্তু কি বলব অন্যান্য ফাকিহ গণকে তাঁদের পূর্ণ জ্ঞান ও পরহেজগারী সত্ত্বেও আবু হানিফার সামনে বাচ্চার মত দেখেছি। হকিকতের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তায়ালায় ভাল জানেন।

মহানামা "সুন্নী দুনিয়া" মার্চ ২০০৭ এর ৪১ পৃষ্ঠায় ইলমে হাদীসকে "ইমামে আযমকি খিদমাত পর এক তাহকিকি নজর" আলোচনায় মুফতী মহম্মদ আসলাম রেজা ক্বাদেরী ইমাম আযমের হাদীসের জ্ঞানের প্রতি বিভিন্ন চিন্তাবীদ গণের মতামতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন তৎসহ ইমামে রব্বানীর উক্ত পত্রটির কিছু অংশ বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুজাদ্দিদে আলফে সানীর বাক্য খুব সুক্ষ্ম এবং সতন্ত্র ধরণের। যদি কোন অপরিণামদর্শী ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি জ্ঞান গরিমার রাজ মুকুটধারী হাকিকাত মারেফাত তাসাউফের জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝতে বা দেখতে না পায় অবশ্যই সে অন্ধ, দৃষ্টিহীন। ইহা এই কারণে যে অনভিজ্ঞ, জ্ঞানান্ধ, অন্তরদৃষ্টিহীন। ইমাম আযমের ব্যক্তিত্বকে কেমন করে উপলব্ধি করবে কেননা উক্ত ইমাম সম্পর্কে তাদের হৃদয় ও চোখের উপর হিংসা বিদ্বেষ ও অজ্ঞতার পর্দা পড়ে আছে।

বিংশ শতাব্দির মহান চিন্তাবিদ চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রেজা খাঁন আলায়হির রহমা এর "মালফুজাত" যা শাহজাদায়ে আলা হযরত তাজদারে আহলে সুন্নাত মুফতী আযম হিন্দ মোস্তফা রেজা আলায়হির রহমা ১৩৩৮ হিজরীতে একত্রিত করেন। উক্ত মালফুজের ২য় খন্ড ১৯৭, ১৯৮ পৃষ্ঠায় ইমাম আযম সম্পর্কে আলা হজরত বর্ণনা করেন– মালফুজে প্রশ্ন করা হয়, ইমাম মাহদী নামাজ কোন নিয়মে আদায় করবেন ? তার উত্তরে আলা হযরত বলেন–হানাফী নিয়ম অনুসারে। কিন্তু ইহা নয় যে তিনি হানাফীর মুকাল্লিদ হবেন এবং এই ভাবেই যে ভাবে তাঁকে সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চলার জন্য বলবেন আর ঐ দিনই প্রকাশ হয়ে যাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় মাজহাব হানাফী। যদি তিনি মুজতাহিদ হন তবে সমস্ত মাসায়েলে তাঁর ইজতেহাদ হবে অথবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইরসাদ অনুযায়ী ইমাম আযমের মাজহাবের মত হবে। এই ধারণা হতে কোন কোন উলামাগণের কলম হতে বের হয়েছে যে তিনি হানাফি মাজহাবের অনুসারী হবেন। আর এই বাক্যই মায়াজাল্লাহ সাইয়েদোনা ইসা আলায়হিস সালামের সম্পর্কে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

কিন্তু ইহা কখনই নহে যে আল্লাহর নবী কোন ইমামের তাকলিদ করবেন বরং উহাই যে তাঁর কর্ম হানাফী মাজহাবের কর্মের মত হবে। ইহা হানাফী মাজহাবের সর্বাপেক্ষা পূর্ণতার পরিচায়ক। মোট কথা তাঁর সময়কালে সমস্ত মাজহাব বন্ধ হয়ে যাবে কেবলমাত্র হানাফী মাজহাবের মসলাই বিদ্যমান থাকবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এই জন্যই খোদাপ্রাপ্ত জ্ঞানীজনেরা বলেছেন–শরীয়তে কোবরার ঝর্ণা হতে অনেক নহর বের হয়েছে আর তা কিছু দূর গিয়ে শুকিয়ে গেছে কিন্তু চার মাজহাবের চারটি নহর উদ্দাম ও দিপ্তি সহকারে অনেকদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনটি নহর দাঁড়িয়ে গেছে কেবল মাত্র হানাফী মাজহাবের নহরই অবশিষ্ঠ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। এ কাশফ (আধ্যাতিক দৃষ্টি) শাফেয়ী মাজহাবের বড় বড় ইমাম গণেরই বর্ণনা। রহমাতুল্লাহি আলায়হি আজমায়ীন।

হাকিমূল উম্মত মুফাসসেরুল কোরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ আলায়হির রহমা বলেন–প্রকৃত বিষয় ইহাই যে ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফজিলত বর্ণনা করা আমাদের জ্ঞানেরও বাইরে। ইমাম আযম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন্ত মোজেজা। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর চির স্মরণীয় কারামত। উম্মতে মুস্তাফার উজ্জ্বল প্রদীপ, ধর্মীয় সমস্যার সমাধান কারী, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের রাসুল রাসুলে আযম, আমাদের পীর গাওসুল আযম, আর ইমাম ইমামে আযম। ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা।

(জায়াল হক ২য় খন্ড)

পোষাক ঃ–ইমাম আযমের সাহেবজাদা হযরত হাম্মাদ বর্ণনা করেন– তিনি সর্বদা উত্তম পোষাক পরিধান করে থাকতেন এবং আতর খুব ব্যবহার করতেন। দূর হতেই সুগন্ধে তাঁর আগমন জানা যেত।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন–তিনি তাঁর জুতোরও খেয়াল রাখতেন কোন অংশ যেন ছিঁড়ে বা ফাটা না থাকে। তাঁর চাঁদর ও জামার মূল্য চার শত দিরহাম ছিল। তাঁর পোষাক (সানজাদ সায়ালাব) অর্থাৎ উত্তম ছিল যা পরিধান করে তিনি নামাজ পড়তেন। একটি দাগ কাটা চাঁদর ছিল এবং সাতটি টুপি যার মধ্যে একটির রং কালো।

ইমাম আযমের অসিয়ত ঃ– হযরত ইমাম আযম রহমাতুল্লাহি আলায়হি আপন সাহেব জাদা হযরত হাম্মাদকে কুড়িটি বিষয়ে অসিয়ত করেছিলেন যার প্রতিটি অসিয়ত স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত এবং প্রত্যেক মুসলমানের আমল করার জন্য নিশানা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উক্ত অসিয়ত নামাটি সায়েখ আহমদ জিয়াউদ্দিন মোস্তফা কামাস খানুবী নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী খালেদী "জামেউল ওসুলে ফিল আওলিয়ায়ে ওয়া আনওয়ায়েহিম" নামক কেতাবের ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত কেতাবটি মাতবা দারুল কুতুবুল আরাবিয়াতিল কোবরা মিসরী ১৩৩১ হিজরীতে প্রকাশ করেছে। উক্ত অসিয়ত নামা সম্পর্কে ইমাম আযম নিজেই বলেছেন– হে আমার সন্তান, আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথে চালান এবং সাহায্য করুন। আমি তোমাকে ঐ বিষয়ের অসিয়ত করছি যদি তুমি তা স্মরণ রাখো এবং উহার উপর আমল করো তবে আল্লাহ তায়ালা হতে তোমার জন্য ধর্মীয় সৌভাগ্য লাভ হবে ইনশাল্লাহ তায়ালা।

সেই কুড়িটি অসিয়তের মধ্যে ১৯ তম অসিয়তটি ইমামুন নুহ সাদরুল উলামা হযরত আল্লামা মুফতী শাহ সৈয়দ গোলাম জিলানী মারাঠী সাহেব আলায়হির রহমা "বাশিরুল ক্বারীর" ৬৫ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করেছেন। ১৯তম অসিয়ত ইহা যে ঐ হাদীসের উপর ভরসা করো যা আমি পাঁচ লক্ষ হাদীস হতে নির্বাচিত করেছি।

১ম–হাদীসে ইন্নামাল আমালু বিন নিয়ত অর্থাৎ সমস্ত কর্মের সওয়াব ও নেকী নিয়তের উপর নির্ভর করে।

২য়–অজানা বস্তুকে পরিত্যাগ করা উত্তম ইসলামের ফল।

৩য়–তোমাদের মধ্যে কেহ পূর্ণ মোমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য যা পছন্দ তা তোমার ভাই এর জন্য পছন্দ না করবে।

৪র্থ–হালাল প্রকাশ্য হারাম প্রকাশ্য এই দুটির মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বস্তু আছে যা অনেক মানুষেরই জ্ঞাত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু হতে বেচে থাকে সে নিজ ধর্ম ও মর্যাদাকে বাঁচিয়ে নেয়। আর যে সন্দেহ যুক্ত বস্তুর মধ্যে পতিত হয় সে হারাম কর্মে লিপ্ত হয়।

ইহা এই রাখলের মত যে বিশেষ চারণ ক্ষেত্রের আশে পাশে চরাই করে যে অল্পেই তাতে প্রবেশ করে যাবে। সাবধান প্রত্যেক বাদশার একটি বিচরণ ক্ষেত্র আছে এবং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতের হেফাজত কারীও আছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাবধান, মানুষের মধ্যে এক টুকরো মাংস পিণ্ড আছে যখন উহা বিশুদ্ধ হবে তখন সমস্ত শরীর বিশুদ্ধ হবে আর যখন উহা অসুদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই অসুদ্ধ হয়ে যাবে, সাবধান উহা হচ্ছে কলব্।

৫ম–পূর্ণ মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

হযরত আল্লামা শাহ আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাজেলে জামেয়ে আজহার "সাওয়ানেহ বে বাহায়ে ইমামে আযম আবু হানিফা" পুস্তকে ১৪৮, ১৪৯ পৃষ্ঠায় ইমাম আযমের একটি অসিয়ত নকল করেছেন। "আল্লাহ তায়ালার অত্যধিক স্মরণ করো (জিকির)আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অত্যধিক দরুদ শরীফ পড়ো এবং "সাইয়েদুল ইসতিগফার" পড়তে সদা মাশগুল থাকো"। সাইয়েদুল ইসতিগফার হল–"আল্লা হুম্মা আন্তা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহ্ দিকা ওয়া ওয়া দিকা মাসতাত্বাতু আউজুবেকা মিন শাররি সানাতু আবুউলাকা বিনি মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ বিজামবি ফাগফির ফাইন্নাহু লা ইয়াগফেরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা"

বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯৩৬ পৃষ্ঠায় সাইয়েদুল ইসতিগফার এর ফযিলত সম্পর্কে সাদ্দাদ ইবনে আউস হতে বর্ণিত হয়েছে যে ব্যক্তি ইহা সন্ধ্যায় পড়বে আর যদি সেই রাত্রেই মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যদি সকালে পাঠ করে আর সেই দিনেই সে মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইসালে সওয়াব ও ইমাম আযমের অসিয়ত ঃ–মালিকুল উলামা শাহ মহম্মদ জাফরুদ্দিন ক্বাদেরী আলায়হির রহমা " ফাতা ওয়ায়ে মালেকুল উলামা" পুস্তকের ৪১২ পৃষ্ঠায় ইমাম আযমের অসিয়ত সমুহের মধ্যে ১৩ তম অসিয়ত নকল করেছেন–

প্রত্যেক দিন ধারাবাহিক ভাবে কোরআন শরীফ পাঠ করো এবং তার সওয়াব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং নিজ পিতা মাতা নিজ উস্তাদ এবং সমস্ত মুসলমানদের সওয়াব রেসানী করো।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলহামদুলিল্লাহ, ইমাম আযমের অসিয়ত থেকে জানা যায় ইসালে সওয়াব করা, ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থাপনা করা জায়েজ। এই জন্য সুন্নী মুসলমানগণ ফাতেহা, মিলাদ মহফিল, কুলখানী, কোরআন খানী ও কলেমা খানী করে দোয়া খায়েরের ব্যবস্থপনা করে থাকেন এবং মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সওয়াব পৌছে দিয়ে থাকেন।

কবর জিয়ারত ও ইমাম আযমের অসিয়ত ঃ–ইমাম আযম তাঁর বিশেষ ছাত্র ইমাম আবু ইউসফ রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে লিখেছেন যা আল্লামা যায়েদ ইবনে নাজিম সাহেব "বাহারুর রায়িক" আপন পুস্তক "আল ইসবাহু ওয়ান নাজাইর" এর শেষ অংশে লিপিবদ্ধ করেছেন–

অসিয়তটি বৃহৎ ইহার কিছু অংশ মালেকুল উলামা "ফাতাওয়ায়ে মালেকুল উলামা" এর মধ্যে এবং আল্লামা আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী মুজাদ্দেদী সাওয়ানেহ বে-বাহায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে নকল করেছেন। সব সময় মরনকে স্মরণ করো এবং নিজ উসতাদ যাদের নিকট জ্ঞান অর্জন করেছো তাদের জন্য ক্ষমার দোওয়া করো ও বেশী বেশী কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো, বেশী করে জিয়ারত করো, পীর ওলিগণের সঙ্গে সাক্ষাত করতে থাকো এবং পবিত্র ও সম্মানিত স্থানের জিয়ারতের জন্য যাতায়াত করো।

উক্ত উপদেশ হতে জানা যায় ওলি আউলিয়া এবং উসতাদগণের মাজার জিয়ারত করা, পীর ওলিদের সাক্ষাতের জন্য যাওয়া ইমাম আযমের আকিদা ও অসিয়ত। আলহামদুলিল্লাহ, এই আকিদাই ভারতবর্ষের সুন্নী হানাফী বেরলবী মুসলমানগণ পালন করে চলেছে।

কিন্তু আফশোষ, নতুন সৃষ্ট মতবাদের প্রচারক সম্প্রদায় যেমন দেওবন্দী, তাবলিগী, জামাতে ইসলামী, ওহাবী সম্প্রদায় ওলি আওলিয়া মাশায়েখ গণের মাজার জিয়ারত করা বা মাজারে যাওয়া শিরক ও বিদয়াত বলে ফাতাওয়া দেয়, ইহা ইমাম আযমের মত ও আকিদার বিরোধী তথা ইসলামী শরীয়তের বিরোধী।

ইমাম আযমের দৃষ্টিতে বদ মাজহাবের ইমামতিতে নামাজ ঃ– উমদাতুল মুহাক্কেকীন সুলতানুল মুনাজেরীন আজমালুল উলামা হযরত আল্লামা মুফতী মোঃ আজমল কাদেরী আলায়হির রহমা ফাতাওয়ায়ে আজমালীয়া ১ম খন্ড ৩২৪ পৃঃ গুনিয়াতুত তালেবীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এক স্থান নকল করেছেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত ইমাম মহম্মদ হযরত আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসফ হতে বর্ণনা করেছেন যে নিঃসন্দেহে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) দের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। (কাবেরী মাতবুয়া লক্ষ্ণৌ ৪৮০ পৃষ্ঠা)

পাঠকবৃন্দ ইমাম আযমের মতে গোমরাহদের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। বর্তমান সময়ে তাবলিগী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী, লা-মাজহাবী ওহাবীগণ নতুন সৃষ্টি গোমরাহ পথ ভ্রষ্ট সম্প্রদায়। সুতরাং ইহাদের পিছনেও নামাজ পড়া জায়েজ নয়।

ইমাম আযমের দৃষ্টিতে আম্বিয়াগণ ঃ—ইমামূল আইয়েম্মা সিরাজুল উম্মাত ইমামে আযম রহমাতুল্লাহি আলায়হি "ফেকাহে আকবর" (মিসরী) ৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে সমস্ত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) ছোট বড় গোনাহ হতে এবং অশ্লীল বাক্য বলা হতে পাক ও পবিত্র।

বর্তমানে কিছু বাংলা ও উর্দু অনুবাদকারকগণ (কোরআন পাকের) মহা পবিত্র নবীর পূর্বের ও পরের গোনাহ ছিল বলে উল্লেখ করেছে ইহা ইমাম আযম এবং সমস্ত আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের আকিদার বিরোধী। আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা কোরআন পাকের একমাত্র বিশুদ্ধ তর্জমা "কানজুল ইমান" বিশ্ব বাসীকে প্রদান করেছেন। ইহা বর্তমানে উর্দু, বাংলা, ইংরেজী, ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

কাসিদায়ে নো'মানীয়া

সাইয়েদোনা ইমাম আযম এর কাসিদায়ে নো'মানিয়া কাব্য গ্রন্থ হতে প্রথম পাঁচ লাইনের অণুবাদ দেওয়া হল যা তাঁর নবী প্রেমের বহিঃ প্রকাশ ইহা হযরত আল্লামা আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী আজহারী তার "সাওয়ানেহ বে-বাহায়ে ইমামে আযম আবু হানিফা পুস্তকের শেষ অংশে সংকলন করেছেন।

১। হে সরদারদের সরদার আমি কেবল মাত্র আপনার জন্যই উপস্থিত হয়েছি, আপনার সন্তুষ্টির অন্বেষণ এবং আপনার সাহায্যের আশা নিয়েই আগমন করেছি।

২। হে শ্রেষ্ঠ মহান সৃষ্টি ! খোদার কসম আমার হৃদয় আপনারই প্রেমাসক্ত এবং আপনি ছাড়া আর কারো ইচ্ছা পোষন করি না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৩। আপনার ইজ্জতের কসম আমি আপনারই প্রেমে আবদ্ধ এবং আল্লাহ জানেন আমি কেবল মাত্র আপানাকেই ভালবাসি।

৪। আপনি ঐ স্বত্বা যদি আপনি না হতেন তবে কোন ব্যক্তিকেই সৃষ্টি করা হতো না। বরং আপনার সৃষ্টিতেই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি

৫। আপনি ঐ স্বত্বা যে আপনার নুরেই চাঁদের জ্যোতি এবং সূর্যের আলো আপনারই নুরেতে।

এখানে ইমাম আযমের নবীপ্রেম এবং আকিদার বহিঃ প্রকাশ হয়েছে। তাঁর আকিদায় সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি সরদারদের ও সরদার নবী মহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তিনি সর্ব প্রথম সৃষ্টি এবং তাঁর কারণেই সমগ্র সৃষ্টি। তিনি নুর বা জ্যোতি এবং তাঁর জ্যোতিতেই চন্দ্র সূর্য আলোকিত। তিনি নবী প্রেমে বিভোর কেবল মাত্র তাঁকেই চান এবং তাঁরই সাহায্যের অন্বেষণকারী। তাঁর এই আকিদাই সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকিদা।

নকল হানাফী হতে সাবধান ঃ—এই অখন্ড ভারতবর্ষ সুন্নী হানাফীর দেশ। মোগল বাদশাহ গণ ও সুন্নী হানাফী ছিলেন। ১২৪০ হিজরী পর্যন্ত ভারতবর্ষে সুন্নী হানাফী ছাড়া কোন দল বা কোন মতের আর্বিভাব হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলবী ইসমাইল দেহলবী সর্ব প্রথম ভারতবর্ষে সুন্নী হানাফীদের মধ্যে মতোবিরোধ সৃষ্টি করে। সে অভিশপ্ত ওহাবী মতবাদের নায়ক মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের শিষত্ব গ্রহণ করে তার লিখিত কিতাবুত তাওহীদ ও রাদ্দুল ইশরাকের উর্দূ অনুবাদ "তাকবিয়াতুল ইমান" ইংরেজদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ১২৪০ হিজরীতে ভারতবর্ষে প্রকাশ করে। সে এই পুস্তকের মধ্যে আল্লাহ নবীগণ তথা নবীগণের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মানে গোস্তাখী, অশালীন ও অসম্মান সূচক বাক্য ব্যবহার করেছে। সে সময়ের আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের উলামাগণ তাকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং দিল্লি জামে মসজিদে মুনাজারা হয়। এই মুনাজারায় মৌলবী ইসমাইল দেহলবী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। কিন্তু তথাপিও তার স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই সে তার কুফরী মতবাদ প্রচার করতে থাকে। সুন্নী উলামাগণ তার মতবাদ খন্ডন করে তার বিরুদ্ধে প্রাই ৫০ খানা পুস্তক লিখে প্রচার করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিন্তু ইংরেজদের সহযোগিতায় তারা অভিশপ্ত কুফরী বিভ্রান্তিমূলক মতবাদ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকে। তার অত্যাচারে ও ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে পাঞ্জাবের মুসলমানগণ বালাকোট নামক স্থানে তাকে হত্যা করে এবং তার লাশকে উধাও করে দেয়।

আরবের নাজদ থেকে যে ফেতনা দিল্লিতে আসে মৌলবী ইসমাইল দেহলবীর মৃত্যুর পর উত্তর প্রদেশের সাহারান পুরে দারুল উলুম দেওবন্দে তাহার আখড়া তৈরী হয়। এই দেওবন্দ. ফেতনার মূল নাজদের অণুকরণে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নাজদ। ইহারই ফলশ্রুতিতে ১২৯০ হিজরী মোতাবেক ১৮৭০ খৃঃ মৌলবী কাশেম নানুতুবি তার লিখিত পুস্তক "তাহজিরুন্নাস" এ বিশ্ব নবীকে শেষ নবী নয় বলে প্রকাশ করে। ১৩০১ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খৃঃ মৌলবী রশিদ আহমেদ গাঙ্গুহী ইমকানে কিজব অর্থাৎ আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে বলে ফাতাওয়া প্রদান করে। ১৩০৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৭ খৃঃ মৌলবী খলিল আহমেদ আম্বেঠী বারাহানে কাতিয়ার মধ্যে নবী পাকের পবিত্র জ্ঞানকে শয়তানের জ্ঞান অপেক্ষা কম বলে ফাতাওয়া প্রদান করে এবং ইহা মৌলবী রশিদ আহমদ সমর্থনও করে। ১৩১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯০১ খৃষ্টাব্দ মৌলবী আশরাফ আলী থানবী হিফজুল ইমান এর মধ্যে নবী পাকের পবিত্র জ্ঞানকে পাগল জীব জন্তু চতুষ্পদ জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করে নবীপাকের সম্মানের হানী করেছে। ইহারা সকলে মৌলবী ইসমাইল দেহলবীর অণুসারী এবং ইহাদের দ্বারাই আজ ভারতবর্ষে দেওবন্দী তাবলিগী, জামাতে ইসলামী, লা-মাজহাবী বিভিন্ন দল বা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে ইহারা সকলেই নাজদী ওহাবী ফেতনা সৃষ্টিকারী, ইহারা সুন্নী হানাফী নয়। ইহারা এবং ইহাদের অণুসারীগণ নকল হানাফী সেজে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করে মুসলীম ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। ইহারা ব্রিটেন ও আমেরিকার দালাল অভিশপ্ত ফেতনা সৃষ্টিকারী নাজদী ওহাবী।

মৌলবী আশরাফ আলী থানবী সমগ্র দুনিয়াকে ওহাবী তৈরী করার জন্য ঘোষনা দিয়েছে। "যদি আমার নিকট ১০ হাজার টাকা হয় তবে সকলের বেতন করে দেব তখন তারা নিজেরাই ওহাবী হয়ে যাবে"।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(ইফজাতুল ইয়াওমিয়া ৩য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)

দেওবন্দী লিডার মানজুর নো'মানী বলেছেন-"আমি কঠিন ওহাবী " (সাওয়ানেহ মাওলানা মোঃ ইউসফ দেহলবী পৃঃ ১৯১,১৯২)

তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া মৌলবী মানজুর নোমানীকে সম্মোধন করে বলেছে-"মৌলবী সাহেব , আমি আপনার অপেক্ষাও বড় ওহাবী"। (উক্ত কেতাব পৃঃ ১৯৩)

অর্থাৎ তারা সকলেই নাজদী ওহাবী। আর নাজদী ওহাবীগণ অভিশপ্ত, ফেতনা সৃষ্টিকারী, ইমান ধবংশকারী। ইহাদের হতে সাবধান।

-ঃ বেস্বাল মোবারক ঃ-

উমাইয়া বংশের রাজত্বের পর খলিফা মানসুর নিজ রাজত্ব কায়েম করার জন্য চরম অত্যাচার বিশেষ করে নবী বংশের লোকেদের প্রতি আরম্ভ করে যা আব্বাসী খেলাফতের কলঙ্ক। মদিনা শরীফ হতে হযরত মহম্মদ নফসে জাকিয়া তার অত্যাচারের বিরোধীতা করেন। তার সঙ্গে আরও বহু ব্যক্তি এক সঙ্গে বিরোধীতা করেন। হযরত ইমাম মালেকও তার সহযোগিতা করার জন্য ফাতাওয়া প্রদান করেন। নফসে জাকিয়া খুব সাহসী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৪৫ হিজরীতে খলিফা মানসুরের সাথে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তার পর তার ভাই ইব্রাহিম নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বিরোধীতা করতে থাকেন। চারি দিক হতে মানুষ তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন বিশেষ করে কুফায় প্রায় লক্ষ্যাধিক মানুষ তার পতাকা তলে সামিল হন। বড় বড় উলামা গণ সহ হযরত ইমাম আযমও তার সহযোগিতা করেন।বিশেষ কারণ বশতঃ যুদ্ধে যোগদান না করলেও তিনি আর্থিক সহযোগিতা করেন। কিন্তু ইব্রাহিমও খলিফা মানসুরের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শহীদ হয়ে যান।

ইহার পর খলিফা মানসুর ঐ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি দেন যারা তার বিরোধীতা করেছেন। তিনি ১৪৬ হিজরীতে বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করে ইমাম আযমকে ডেকে পাঠালেন। খলিফা মানসুর তাকে হত্যা করার জন্য বাহানা খুজছিলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সে জানতো যে ইমাম আযম তার রাষ্ট্রের কোন পদ গ্রহণ করবেন না। খলিফা মানসুর তাঁকে ডেকে কাজীর পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করলেন। ইমাম আযম তা অস্বীকার করে বললেন–আমি ইহার উপযুক্ত নই। মানসুর উত্তেজিত হয়ে বললেন–তুমি মিথ্যা বলছ।

ইমাম আযম বললেন–আমার কথা যদি সত্য হয় তবে নিশ্চয় আমি ঐ পদের উপযুক্ত নই আর যদি মিথ্যা কথা বলি তবুও উপযুক্ত নই কেননা মিথ্যাবাদীকে কাজী করা জায়েজ নয়।

মানসুর কসম করে বলল–তোমাকেই ঐ পদ গ্রহণ করতে হবে।

তিনিও কসম করে বললেন–কখনই আমি ইহা গ্রহণ করব না। শেষ পর্যন্ত খলিফা মানসুর তাকে গ্রেফতার করে কয়েদ খানায় পাঠিয়ে ছিল।

জেল খানায় পাঠিয়েও তার মন নিশ্চিন্ত ছিল না কেননা বাগদাদ তার রাজধানী।

এখানে সমস্ত ইসলাম জগতের আলেম, ফকিহ, আমীর, ব্যবসায়ী এবং বিশিষ্ঠ ব্যক্তিগণ আসা যাওয়া করতেন। আর ইমাম আজমের সুখ্যাতি সারা দুনিয়াই বিস্তারিত হয়ে গিয়েছিল। বন্দিত্ব গ্রহণ করে ইমাম আযমের সম্মান আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কয়েদ খানাতেই মানুষেরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসা যাওয়া করত এবং তাঁর শিক্ষা ও পরামর্শ গ্রহণ করত। হযরত ইমাম মহম্মদ জেলখানাতেই তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

খলিফা মানসুরের ইহা সহ্য হল না। তিনি গোপনে তার খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দিলেন। যখন ইমাম আযম বিষক্রীয়া উপলব্ধি করলেন তখন তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়ে গেলেন এবং সেজদা অবস্থাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

বর্ণিত আছে ইমাম আযমকে ১০ দিন প্রচণ্ড কষ্ট দেওয়া হয়। প্রত্যেকদিন তাঁকে লোহার চাবুক ১০ বার করে মারা হতো আর যখন পা দিয়ে রক্ত ঝরত তখন ঐ অবস্থায় বাজারে ঘোরানো হত। শেষ ১০ দিন খাবারেও কষ্ট দেওয়া হয়েছিল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাতে ফল না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত খাবারে বিষ প্রদান করে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। তিনি ১৫০ হিজরীতে ২রা সাবান ৯০ বৎসর বয়সে জেলখানায় বেস্বাল করেন।

কাফন ও দাফন ঃ–ইমাম আযমের ইন্তেকালের সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় বাগদাদের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। যে যেখানে সংবাদ পেলেন শেষ দেখা দেখার জন্য ছুটে আসতে লাগলেন। পাঁচজন ব্যাক্তি জেলখানা হতে তার লাস মোবারককে বের করে নিয়ে আসেন। তার পর গোসল দেওয়া হয়। বাগদাদের কাজী আম্‌মারা ইবনে হাসান গোসল দিয়েছিলেন এবং আবু রাজা আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ হারবী পানি ঢালছিলেন। কাজী আম্ মারা গোসল দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন–খোদার কসম, তুমি সব থেকে বড় ফকিহ, সব থেকে বড় আবেদ, সব থেকে বড় জাহেদ, সব গুনের সমাবেশ তুমি, তোমার অনুগামীদের তোমার স্থানে পৌঁছানো অসম্ভব করে দিয়েছ।

গোসল সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল জনতার আগমন হয়। প্রথমবার তাঁর নামাজে জানাজায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষ জানাজার নামাজ পড়েন। এর পরেও জন সমুদ্রের জন সংখ্যা বাড়তেই থাকে ফলে তাঁর জানাজার নামাজ ছয় বার অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব শেষ বার সাহেবজাদা হযরত হাম্মাদ জানাজার নামাজে ইমামতি করেন। জানাজার নামাজের শেষে প্রায় আসরের সময় দাফন করা হয়।

তিনি অসিয়ত করেছিলেন যে তাঁকে যেন খিজরানের কবর স্থানে দাফন করা হয়। ইহা এই কারণে যে ইহা জবরদখল করা কোন কবরস্থান নয়। তাঁর অসিয়ত মত তাঁকে খিজরানের কবরস্থানের পূর্ব দিকে দাফন করা হয়। দাফনের পরেও বিশ দিন পর্যন্ত দূর দূরান্ত হতে ছুটে মানুষ আসতে থাকেন এবং জানাজার নামাজ পড়তে থাকেন।

সে সময় হাদীসের ইমাম এবং বিখ্যাত ফকিহগণ তথা ইমাম আযমের উস্তাদগণও উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁর বেস্বালে দুঃখিত ও বেদনার্ত হন। মক্কা মোয়াজ্জমায় ইবনে জোরায়েজ যিনি ইমাম শাফেয়ীর উসতাদের উসতাদ, এই সংবাদ শুনে বলেন–ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। আরও বলেন–একজন বিখ্যাত আলেম চলে গেলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বসরার ইমাম এবং ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম শো'বা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন–আজ হতে কুফা অন্ধকার হয়ে গেল।

আমিরুল মোমেনিন ফিল হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক বেস্বালের সংবাদ শোনা মাত্র বাগদাদে উপস্থিত হন। তিনি ভারাক্রান্ত মনে ইমাম আযমের পবিত্র মাজার মোবারকের সামনে ক্রন্দন করতে করতে বলতেছিলেন– হে আবু হানিফা, তোমার প্রতি আল্লাহতায়ালার রহম বর্ষিত হউক। হযরত হাম্মাদ বেস্বাল করার পরে তুমি তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিলে কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পর কেউ তোমার উপযুক্ত প্রতিনিধি হতে পারল না।

বেস্বালের পূর্বে শেষ দশ দিন কয়েদখানায় ইমাম আযমকে প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট দেওয়া হয়। আঘাতে আঘাতে তাঁর পায়ের গোছা হতে যখন রক্ত ঝরতে থাকত এই অবস্থাতে তাকে বাজারে পায়ে হেঁটে ঘোরানো হত।

উকুদুল জেনান এর মধ্যে আরও বর্ণিত আছে–কয়েদখানায় খাবার ও পানীয়ের ব্যাপারেও তাঁকে প্রচণ্ড কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। এই রকম এই অবস্থা শেষ দশ দিন ছিল। প্রত্যেক দিন দশবার করে তাঁকে লোহার চাবুক মারা হত। তাতে পা হতে রক্ত ঝরে পড়ত। শেষ অবস্থায় খাবারে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়।

মাজার মোবারক ঃ–ইমাম আযমের পবিত্র মাজার সে সময় হতে আজ পর্যন্ত বিশিষ্ঠ এবং সর্ব সাধারণের পবিত্র জিয়ারতগাহে পরিণত হয়ে আছে।

সুলতান আলাফ আরসালা সাল জুকী ৪৫৯ হিজরীতে তাঁর মাজার পাকের উপর এক বিশাল চমৎকার গম্বুজ তৈরী করান এবং তার নিকট একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেন। ইহাই প্রথম মাদ্রাসা। অতি উত্তম তার নির্মান কার্য্য। এই মাদ্রাসা উদ্বোধনের সময় বাগদাদের সমস্ত আলেম উলামা এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের আহ্বান করা হয়। এই মাদ্রাসা "মাশহাদে আবু হানিফা" নামে বিখ্যাত। অনেক দিন পর্যন্ত ইহা জারী ছিল। এই মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি মোসাফির খানাও ছিল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুসাফিরদের খাওয়া থাকা সহ সব ধরণের ব্যবস্থা ছিল। বাগদাদের বিখ্যাত দারুল উলুম নিজামিয়া তার পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(শারেহ বোখারী নুজহাতুল ক্বারী ১ম খন্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা, সাওয়ানেহ বে বাহায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা)

ইমাম আযমের মাজার মোবারক ও ইমাম শাফেয়ী

ইমাম আযমের বেস্বালের পর উলামাগণ এবং হাজতমন্দ ব্যক্তিগণ সর্বদায় তাঁর মাজার মোবারকের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মাজারে আগমণ করতেন। তাঁর মাজার পাকে আসার পর তাঁর অসিলা নিয়ে দোওয়া করতেন এবং তাদের অভিলাস পূর্ন হত। ইমাম শাফেয়ী যে সময় বাগদাদ শরীফে অবস্থান করতেন সে সময় তিনি ইমাম আযমের মাজার পাকে গিয়ে বরকত লাভ করতেন। ইমাম শাফেয়ী নিজেই বলেন–আমি ইমাম আযমের মাজারপাকে গিয়ে বরকত লাভ করতাম। যখন আমার প্রয়োজন হত তখন সেখানে গিয়ে দু-রাকায়াত নামাজ পাঠ করে তারপর তাঁর মাজার পাকের সামনে গিয়ে তাঁর অসিলা নিয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করতাম এবং আমার দোওয়া তাড়াতাড়ী কবুল হত এবং আমার প্রয়োজন পূর্ণ হত।

(রাদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড ৩৯ পৃষ্ঠা।)

ইমাম নবুবীর "মিনহাজ" নামক কিতাবের টীকা লেখকগণ লিখেছেন–ইমাম শাফেয়ী হযরত ইমাম আবু হানিফার কবরের নিকট ফজরের নামাজ পড়লেন এবং ইমাম আযমের মাসলাক অনুসারে ফজরের নামাজে দোওয়া কুনুত পড়লেন না। এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন– আমি এই কবরে শায়ীত ব্যক্তির সম্মানে ইহা পড়লাম না। দ্বিতীয় টীকায় লেখক লিখেছেন–তিনি উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়েন নাই। ইমাম আযমের সম্মানে নিজ ইজতেহাদী মসলাকে পরিত্যাগ করে তাঁর সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

(সাওয়ানেহ বে-বাহায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা পৃঃ ২৮৩,২৮৪)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আরও কিতাবে উল্লেখ আছে ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রত্যেক বৎসর প্যালেষ্টাইন হতে বাগদাদ শরীফ আসতেন এবং ইমাম আযমের কবরের নিকট উপস্থিত হতেন। সেখানে নামাজে "রফা ইদাইন" করতেন না। একদা তাঁর ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করলেন–আমরা এখানে দেখেছি আপনি ইজতেহাদের উপর আমল না করে ইমাম আযমের ইজতেহাদের মসলার উপর আমল করেন ইহার কারণ কি ?

ইমাম শাফেয়ী উত্তর দিলেন–আমি এখানে উপস্থিত হয়ে এত বড় ইমামের সামনে নিজ ইজতেহাদের উপর আমল করতে লজ্জা বোধ করি।

পাঠকবর্গ ইমাম শাফেয়ী আলায়হির মসলাতে ফজরের নামাজে দোওয়া কুনুত এবং উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় কিন্তু তিনি ইমাম আযমের সম্মানে তাঁর কবর শরীফের নিকট তা পরিত্যাগ করে ইমাম আযমের মসলাকে মান্য করে নামাজ পাঠ করেন। ইহাতে বোঝা যায় ইমাম শাফেয়ীর নিকট বোর্জগানে দ্বীনেদের মাজারে উপস্থিত হওয়া মাজার বাসীর সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর অসিলা নিয়ে প্রার্থনা করা জায়েজ এবং ইহাতে দোওয়া কবুল হয়। বরকত লাভ করা যায়।

আরও প্রমাণিত হয় ওলী আওলিয়াগণের মাজার সমূহে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁদের দ্বারা ফায়েজ বরকত লাভ করা আহলে ইসলামের অর্থাৎ মুসলমানদের প্রথম হতেই নিয়ম প্রচলিত আছে।

ইহা শিরক বা বিদয়াত নয় বরং কবর জিয়ারত নবী ও সাহাবাগণের এবং বোর্জগানে দ্বীনেদের সুন্নাত।

ইমাম আযমের কবর শরীফ এবং হযরত খিজির আলায়হিস সালাম ঃ–

মাশারেকুল আনওয়ার পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় ইমাম জুজী বলেন–শরীয়তে মহম্মদীয়ার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য হযরত খিজির আলায়হিস সালাম প্রত্যেক দিন সকাল বেলা ইমাম আবু হানিফার সভাতে আসতেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিন্তু যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন খিজির আলায়হিস সালাম আল্লাহ পাকের দরবারে দোওয়া করলেন যে যেন ইমাম আবু হানিফার রুহ কে তাঁর শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে তিনি তাঁর নিকট হতে ফেকাহের জ্ঞান শিক্ষা পূর্ণ করতে পারেন। সেই মত খিজির আলায়হিস সালাম তাঁর অভ্যাস অণুসারে প্রত্যেক দিন সকালে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর মাজারের নিকট আসতেন এবং তাঁর নিকট হতে ফেকাহ শরীফের জ্ঞান শিক্ষা করতেন।

ইমাম আযমের পছন্দ ঃ–ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–পৃথিবীতে আমার নিকট তিনটি জিনিস পছন্দ। ১) রাত্রি জাগরণ করে জ্ঞান লাভ করা ২) গর্ব অহংকার পরিত্যাগ করা ৩) মনকে দুনিয়ার মহব্বত হতে খালি রাখা।

হানাফী মযহাব ও ইমাম আহমদ রেজা ঃ–

ডক্টর আবুল নায়িম আজিজী ইমাম আহমদ রেজার কিতাব সম্পর্কে "ফৌজে মোবিন দর রদ্দে হরকতে জামিন" এর অভিমতের মধ্যে বলেন যে ইমাম আহমদ রেজা এক হাজারের ও বেশী কিতাব লিখে দুনিয়া বাসীকে দান করে গেছেন।

আল্লামা সাব্বির হাসান তাঁর সম্পর্কে বলেন–মানতিক ও ফালসাফা এর জ্ঞানে এ্যারিষ্টটল ও বু আলী সীনা ইমাম আহমদ রেজার ছাত্র মনে হয়।

ইমাম আহমদ রেজার ইন সাইক্লোপেডিয়া হানাফী মাজহাবের ফাতওয়ার কেতাব "ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া" যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ১২০০০ তার সম্পর্কে জার্মানীর নব মুসলীম ডক্টর কামাল ডি হলগীর (সেক্রেটারী, ইসলামিক এ্যাসোসিয়েসান, জার্মান)

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ খৃঃ পাকিস্থানে ইমাম আহমদ রেজার ব্যক্তিত্বের উপর এক আলোচনা সভাতে মন্তব্য করেন যে আহমদ রেজা খাঁ, বেরলবী একজন শ্রেষ্ঠ ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং মুফাসসেরুল কোরআন ছিলেন। মাওলানা মোঃ জাকারিয়া পাকিস্থানী হযরত আমীর শাহ গিলানীকে ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার একটি খন্ড দিলে তিনি মন্তব্য করেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যদি আহমদ রেজা বেরলবী ভারতবর্ষে ফেকাহে হানাফীর না খেদমত করতেন তবে মনে হয় হানাফী মাজহাব দেশ হতে প্রস্থান করত।

প্রফেসার ডক্টর মাসউদ আহমদ মুজাদ্দেদী বলেন যে ইমাম আহমদ রেজা চতুর্দশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া একটি ইনসাইক্লোপেডিয়া পুস্তক। আল্লামা ডক্টর ইকবাল মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড় ১৯৩৩ খৃঃ আলোচনার মাধ্যমে ইমাম আহমদ রেজা সম্পর্কে বলেন যে হিন্দুস্থানে চতুর্দশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং ফকিহ ইমাম আহমদ রেজা।

নকসেবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরিকার স্বনামধন্য পীরে তরিকত হযরত আল্লামা আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী আজহারী আলায়হির রহমা বলেন– ইহাতে কোন দ্বিমত নাই যে প্রসিদ্ধ আল্লামা আহমদ রেজা খাঁ বেরলবী একজন উচ্চাঙ্গের আলেম, আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য জ্ঞানের দরজাকে খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ফাতাওয়াতে অতিরিক্ত কেতাবের হাওলা পাওয়া যায়। তাঁর জ্ঞান অত্যান্ত প্রসস্থ ছিল। ১৯৮৩ খৃঃ পাকিস্থানে আল্লামা ইয়াসিন আখতার মেসবাহীর সঙ্গে আলোচনার সময় ইমাম আহমদ রেজার "রাদ্দুল মুহতারের" আরবী হাসিয়া "জাদ্দুল মুখতার" এর কয়েকটি পৃষ্ঠা দর্শন করে আশ্চর্য হয়ে যান এবং মন্তব্য করেন যে, যে স্থানে রাদ্দুল মুহতারের লেখক ২/১ খানা কেতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে ইমাম আহমদ রেজা ৮/১০ খানা কেতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আল্লামা মহম্মদ ঈশা রেজবী তাঁর লিখিত "ইমাম আহমদ রেজা আউর ইলমে হাদীস" এর মধ্যে বলেন যে ইমাম আহমদ রেজার হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান যদি ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলীম দেখতেন তবে তাঁদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

মক্কা শরীফের ফকিহ হযরত সৈয়দ ইসমাইল বিন মাওলানা সৈয়দ খলিল রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন আমি খোদার কসম করে বলছি যদি ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমাম আহমদ রেজার ফাতাওয়া দেখতেন তবে ইমাম আযমের প্রাণ ভরে যেত এবং ইমাম আহমদ রেজাকে নিজ ছাত্রদের মধ্যে সামিল করে নিতেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আল্লামা আব্দুল হাকিম খান শাহজাহানপুরী "সিরাতে ইমাম আহমদ রেজা" পুস্তকের মধ্যে বলেন–ইমাম আহমদ রেজা তুলনাহীন ফকিহ এবং তিনি ইমাম আযম আবু হানিফার প্রকৃত ওয়ারিশ (উত্তরাধিকার) ইমাম আযমের মত ফেকাহ শাস্ত্রকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়েছেন।

মাওলানা কাওসার নিয়াজী মন্তব্য করেন–আমি ইমাম আহমদ রেজাকে দ্বিতীয় আবু হানিফা বলছি ইহা মহব্বতের কারণে নয় বরং ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া পড়ার পর বলতে বাধ্য হয়েছি যে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ইমাম আবু হানিফা।

ইমাম ত্বহবীর মাজহাব পরিবর্তন

ইমাম আবু জাফর ত্বাহবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তৃতীয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং তুলনাহীন ফকিহ ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁকে হাফিজ এবং ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর জন্ম ২৩৯ হিজরীতে। তিনি প্রথম জীবনে শাফেয়ী মাজহাব মান্যকারী ছিলেন। পরে এই মাজহাব পরিবর্তন করে হানাফী মাজহাব গ্রহণ করেন। তাঁর মাজহাব পরিবর্তনের কারণ আল্লামা আব্দুল আজিজ নিবরাস পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ত্বাহবী প্রথমে শাফেয়ী মাজহাব মান্যকারী ছিলেন। একদিন তিনি শাফেয়ী মাজহাবের কিতাব পড়ছিলেন যে গর্ভবতি মহিলা যদি মারা যায় আর তার পেটে বাচ্চা জীবিত থাকে তবে বাচ্চা বের করার জন্য মৃতা নারীর পেট কাটা যাবে না। কিন্তু ইহা হানাফী মাজহাব বিরোধী। তাঁকে অর্থাৎ ইমাম ত্বহবীকে হানাফী মাজহাব মোতাবেক মৃতা মায়ের পেট কেটেই বের করা হয়েছে। তিনি ইহা পাঠ করে বলেন যে আমি ঐ ব্যক্তির মাজহাবে সন্তুষ্ট নই যে আমার ধ্বংশের উপর যার নির্দেশ। এই জন্যই তিনি শাফেয়ী মাজহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাজহাব গ্রহণ করেন।

হাদায়েকে হানাফিয়ার ১৬৫ পৃঃ। মাওলানা ফকির মহম্মদ জাহলমী লিখেছেন যে, ফাতাওয়ায়ে বরহানার মধ্যে ইমাম ত্বহবীর মাজহাব পরিবর্তনের কারণবর্ণিত হয়েছে। ইমাম ত্বাহবী একদিন তার মামার নিকট পড়ছিলেন, পড়ার মধ্যে এই মসলা আসল যে , যদি কোন গর্ভবতী নারী মারা যায় এবং তার পেটের বাচ্চা জীবিত থাকে তবে শাফেয়ীর নিকট মৃতা নারীর পেট কেটে বাচ্চা বের করা জায়েজ নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিন্তু ইমাম আযমের নিকট জায়েজ। তিনি উক্ত মসলাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন– আমি ঐ ব্যক্তির কখনই অনুসরণ করব না যে আমার মত ব্যক্তির ধ্বংশের কোন পরওয়া করে না। কারণ তিনি মায়ের পেটেই ছিলেন যখন তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। তাঁকে হানাফী মাজহাব মেনে মৃতা মায়ের পেট কেটে বের করা হয়। ইহার পরই তিনি হানাফী মাজহাব মান্যকারী হন।

(সংগৃহিত–তাজকেরাতুল মহাদ্দিসীন।

ইমাম জাফর সাদেকের সান্নিধ্যে ইমাম আযম

ভারতবর্ষে সুবিখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবীদ হযরত আল্লামা আব্দুল মোস্তফা আজমী মুজাদ্দেদী রহমাতুর্‌লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন যে ইমাম আযম রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে জিজ্ঞাসা করা হল, হুজুর আপনার বয়স কত ? তিনি তার উত্তরে বললেন–দুই বৎসর।

জিজ্ঞাসাকারী এই উত্তরে আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থাকলেন।

তখন তিনি বললেন– হে প্রিয় বৎস, যদিও আমার বয়স এখন ৬০ বৎসরেরও বেশী হয়েছে তথাপী আমার জীবনের এই দুই বৎসরকে আমি আমার জিন্দেগী মনে করি। যে সময় হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র সহবতে আমি অতিবাহিত করেছি। তাঁর পবিত্র আত্মার বদৌলতে একটি মুহুর্তও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের স্মরণ হতে গাফেল হই নাই। বাকী জীবনের সময়কে আমি এই রকম পূর্ণতা ও উপযুক্ত পাই নাই যে সেই সময়কে আমি আমার জীবনের বয়স মনে করব। তাই তিনি বলেন–"লাও লাস সানাতানে লা হালাকাল নো'মানো" অর্থাৎ যদি এই দুই বৎসর আমি না পেতাম তবে নো'মান অর্থাৎ আবু হানিফা ধ্বংশ হয়ে যেত।

উক্ত ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে ডক্টর মহম্মদ আব্দুস সাত্তার খাঁ হানাফী নকসেবন্দী কাদেরী প্রাক্তন প্রফেসার ওসমানীয়া ইউনিভারসিটি, হায়দ্রাবাদ "সাওয়ানেহ বে-বাহায়ে ইমাম আযম আবু হানিফা" পুস্তকের ভূমিকার মধ্যে (৪১পৃঃ) বর্ণনা করেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম আবু হানিফা তরিকতে ইমাম হযরত জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলিফা। আর হযরত দাউদ তায়ী হযরত ইমাম আবু হানিফার খলিফা। ইমাম আবু হানিফা সুলুক ও তরিকত পথ হযরত জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হতে দুই বৎসরে অতিক্রম করেছিলেন। ইহার পরই তিনি বলেন–"লাও লাস সানাতানে লা হালাকাল নো'মানো"

ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া

নকসে বন্দীয়া তরিকার সুবিখ্যাত পীরে তরিকত হযরত শাহ খাজা রাজিউদ্দিন মহম্মদ বাকী বিল্লাহ দেহলবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার জামায়াত সহকারে নামাজ আদায় করার সময় ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। নামাজের পর তিনি মুরাকাবা করতে ছিলেন। মুরাকাবার মধ্যে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে সাক্ষাত হয় এবং তিনি বলেন– হে খাজা পৃথিবীর বহু আওলিয়া এবং মাসায়েখ গণ অতিবাহিত হয়েছেন যারা আমার পথ ও মতের অণুসরণ করেছেন। তাদের এই আমল ছিল যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন না কিন্তু তুমি পড়তেছ। তুমি আমার পথ ও মতের খেয়াল রাখছনা, উত্তম ইহাই যে তুমি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া বন্ধ কর। দেখ এবং চিন্তা করো "ইয়াকা না বুদু" বহু বচনের সেগা (ক্রিয়া) জামায়াতের মধ্যে প্রত্যেকের পক্ষ হতেই বলা হচ্ছে যে আমরা তোমারই ইবাদত করছি ও সাহায্য চাইছি। কেননা ইমামতো তোমারই ইমাম। তিনি যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করছেন তখন সকলেরই পড়া হচ্ছে। সেই দিন হতেই তিনি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা বন্ধ করলেন। ইহা হতে প্রকাশ হয় যে তিনি উচ্চ পর্যায়ের বোজর্গ ছিলেন। আওলিয়াগণও তাঁর ইজ্জত ও সম্মান করতেন এবং তিনিও তাঁদের নিজ মত ও পথের উপর চালানোর চেষ্টা করতেন।

(মাহফিলে আওলিয়া ৪৮৬ পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম আযম যেমন একজন উচ্চ স্তরের মুহাদ্দীস ও মুজতাহিদ ছিলেন সে রকমই তরিকত ও তাসাউফের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অধিকাংশ মাশায়েখ গণের উসতাদ ছিলেন। যেমন হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম, হযরত ফোজাইল ইবনে আইয়্যাজ, হযরত দাউদ ত্বায়ী, বিশরে হাফী প্রভৃতি একশত আউলিয়াগণ তাঁর নিকট হতে ফায়েজ বরকত লাভ করেছেন।

আউলিয়া গণের একটি আধ্যাতিক শক্তি কাশফ ও মুশাহেদা। বিভিন্ন ঘটনা হতে প্রমানিত যে ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আধ্যাতিক দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। কারো সম্পর্কে যা বলতেন তা সত্যে পরিণত হত।

ইমাম ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলায়হি খুব দরিদ্রের ঘরের সন্তান ছিলেন। তাঁর মা প্রায়ই তাকে শিক্ষালয় হতে নিয়ে চলে যেতেন কিছু উপার্যন করার জন্য। একদিন ইমাম আযম তাঁর মাকে বললেন–তাকে লেখা পড়া করতে দাও কেননা আমি দেখছি একদিন রওগনে পেসতার সঙ্গে ফালুদা (একপ্রকার সুস্বাদু খাবার) খাবে।

একদিন বাদশাহ হারুনার রশীদের দস্তর খানায় এই সুস্বাদু খাবার ফালুদা দেওয়া হল। বাদশাহ এই খাবার ইমাম আবু ইউসুফকে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইহা কি ?

বাদশাহ বললেন–ইহা ফালুদা ও রওগানে পেসতা।

ইহা শ্রবণে তিনি হাসতে লাগলেন, বাদশাহ হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তখন ইমাম আযমের ভবিষ্যত বানীর ঘটনা বর্ণনা করলেন।

বাদশাহ বললেন–জ্ঞান দ্বীন দুনিয়ার সম্মান প্রদান করে। তিনি অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা যা দেখতেন তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না। এই কারণে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–"মোমেনের দৃষ্টি (আধ্যাতিক জ্ঞান) থেকে ভয় করো কেননা তাঁরা আল্লাহর নুর দ্বারা দেখেন"।

ইমাম ইবনে হাজার মাক্কী শাফেয়ী বলেন–ইমাম আযম তিনি ঐ আইয়েম্মায়ে ইসলামের মধ্যে হতে যাঁরা আল্লাহ তায়ালার উক্ত ফরমানের স্বাক্ষ্য (সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"শুনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহর ওলিগণের না কোন ভয় আছে না কোন দুঃখ। ঐ সব লোক যারা ইমান এনেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।

কানজুল ইমাম (সংগৃহিত–ইমাম আযম)

হাদীসের সংজ্ঞা

হাদীস ঃ–জমহুর মুহাদ্দেসীনগণের নিকট রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাওল, ফেল, তাকরীর (কথা, কর্ম, সমর্থন) এবং সাহাবীগণের কাওল, ফেল, তাকরীর ও তাবেয়ীনগণের কাওল, ফেল, তাকরীরকে হাদীস বলা হয়।

উক্ত সংজ্ঞা মেশকাত শরীফের ভূমিকায় (৩য় পৃঃ) হযরত শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়াও সাইয়েদ শরীফ আলীউল জুরজানী তিরমিজি শরীফের ভূমিকায় ১ম পৃঃ উক্ত সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছেন।

সিদ্দিক হাসান ভূপালী উক্ত সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা তাবেয়ী ছিলেন ঃ– যখন ইহা প্রমাণিত হল যে তাবেয়ীনগণের কাওল, ফেল, তাকরীর কে ও হাদীস বলে। সুতরাং ইহা দেখা দরকার যে ইমাম আযম তাবেয়ী ছিলেন না ছিলেন না ?

মুহাদ্দীসগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে তিনি তাবেয়ী ছিলেন। তিনি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে কয়েকবার দেখেছেন। ইমাম জাহবী তাজকেরাতুল হুফফাজ এর মধ্যে এবং খতীবে বাগদাদী তারিখের ৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে ইমাম আবু হানিফা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে দেখেছেন এবং তিনি সাহাবী ছিলেন। আর সাহাবীকে দর্শনকারী তাবেয়ী। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা নিঃসন্দেহে তাবেয়ী ছিলেন।

আব্দুল হক লাখনবী "উমদাতুর রায়ইয়া" ভূমিকার ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে তিনি তাবেয়ী ছিলেন।

মুল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মেশকাত শরীফের শারাহ "মেরকাত" ২৪ পৃঃ লিখেছেন যে তিনি তাবেয়ী ছিলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যখন ইহা প্রমানিত হয়েছে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাবেয়ী ছিলেন এবং ইহাও প্রমানিত হল যে তাবেয়ীগণের কাওল, ফেল, তাকরীর হাদীস। সুতরাং ইহাই সারমর্ম পাওয়া গেল যে ইমাম আযমের কাওল, ফেল, তাকরীরও হাদীস। সুতরাং ইমাম আযমের কথা নির্দেশ ফয়সালা তা হাদীসেরই ফয়সালা।

–(সংগৃহিত ফেকহুল ফকীহ ২৮ পৃঃ)

হাদীসের আলোকে ইমাম আযমের মাজহাব

কিয়াস হাদীস হতে প্রমাণিত

তিরমিজি শরীফ ১ম খন্ড ১৫৯ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরীফ ৩২৪ পৃষ্ঠা হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁকে ইয়ামানের বিচারক করে পাঠালেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন–যখন তোমার নিকট কোন বিচার আসবে তখন তুমি কি ভাবে তার ফায়সালা করবে ?

তিনি বললেন–কোরআন শরীফ হতে।

নবীপাক জিজ্ঞাসা করেন–যদি কোরআন শরীফে না পাও ?

তিনি উত্তর দিলেন–হাদীস শরীফ হতে।

নবী পাক বলেন–যদি ইহাতেও না পাও ?

তিনি বলেন–নিজ গবেষনা মোতাবেক ফায়সালা করব এবং তাতে কোন সংকীর্ণতা করব না।

তখন হুজুর আলায়হিস সাল্লাম তাঁর বুক স্পর্শ করে বললেন–আলহামদুলিল্লাহ, যে তিনি তাঁর রাসুলের দূতকে এই কাজের ক্ষমতা দান করেছেন যাতে আল্লাহর রাসুল সন্তুষ্ট।

তাকবীর তাহরিমার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো ঃ–

হযরত মালিক ইবনে হোয়ায়রিস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন তাকবীর বলতেন তখন হাত কান পর্যন্ত উচু করতেন। (মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ১৬৮ পৃঃ, নাসায়ী ১ম খন্ড ১০২ পৃঃ, ইবনে মাজা ৬২ পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ১৭৩ পৃঃ হযরত ওয়ায়িল ইবনে হাজার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এবং আবু দাউদ ১ম খন্ড ১০৪ পৃঃ হযরত আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়িশ হতে বর্ণিত যে রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন।

ইমাম হাকিম উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন এবং ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলীম এর শর্ত অনুসারে উক্ত হাদীসের মধ্যে কোন জয়ীফ নাই।

–ঃ নামাজে নাভীর নীচে হাত বাঁধা ঃ–

আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ৪৮০ পৃষ্ঠা মসনদে আহমদ এ ১ম খন্ড ১১০ পৃষ্ঠা, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, এক হাতকে অন্য হাতের উপর নাভীর নীচে রাখবে।

জুজাজাতুল মাসাবীহ ১ম খন্ড ৫৮৪ পৃষ্ঠা উক্ত হাদীসের হুবাহু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন উক্ত হাদীসের সনদ কাবী (মজবুত)।

–ঃ ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়া না-জায়েজ ও নিষেধ ঃ–

আল্লাহ পাকের ইরশাদ "এবং যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর দয়া হয়।" (অনুবাদ কানজুল ইমান) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে উক্ত আয়াত হতে প্রকাশ হয় যে যখন নামাজের মধ্যে কোরআন শরীফ পড়া হবে তখন তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব। জমহুর সাহাবা এবং তাবেয়ীগণ একমত যে, মুক্তাদী নামাজের মধ্যে ইমামের পশ্চাতে কেরাত পড়বে না। (তফসীরে মাদারিকুল তানজিল পৃঃ ১০০)

মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ১৭৪ পৃঃ হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, যখন ইমাম কেরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাক।

ইমাম মুসলীম এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম বোখারীর উসতাজুল উসতাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (মৃত ২২১ হিজরী) বর্ণনা করেন যে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাইয়েদোনা হযরত আবু বাকার, সাইয়েদোনা হযরত ওমর, সাইয়েদোনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইমামের পিছনে কেরাত করতে নিষেধ করতেন। (মাসনাফে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ২য় খন্ড ১৩৯ পৃঃ)

মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ২১৫ পৃঃ হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, ইমামের পশ্চাতে কোন নামাজের মধ্যেই কেরাত পড়বে না। (প্রকাশ্য অথবা অ-প্রকাশ্য নামাজ)

মুয়াত্তা ইমাম মালেকের ৬৮ পৃঃ এবং মুয়াত্তা ইমাম মহম্মদের ৯৫ পৃঃ বর্ণিত হয়েছে যখন ইমামের পিছনে নামাজ পড়বে তোমাদের জন্য ইমামের কেরাতই যথেষ্ট।

ইবনে মাজার ৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে ইমামের কেরাতই মুক্তাদীর কেরাত।

জুজাজুল মাসাবীহ ১ম খন্ড ৬৩৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে এবং তার রাবী বোখারী মুসলীমের শর্তের অনুরূপ।

–ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর আস্তে আমীন বলা সুন্নাত ঃ–

হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ইমাম যখন আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলো যার আমীন বলা ফেরেস্তাগণের আমীন বলার অনুরূপ হবে তার পূর্বের সাগিরা গোনাহ সমূহ মাফ করা হবে।

(বোখারী ১ম খন্ড ১০৮ পৃঃ, মুসলীম ১ম খন্ড ১৭৬ পৃঃ)

ফেরেস্তাগণ আমীন আস্তে বলেন সুতরাং আমাদেরও ফেরেস্তাগণের অনুরূপ আস্তে আমীন বলতে হবে।

তিরমিজি শরীফ ১ম খন্ড ৬৩ পৃষ্ঠায় হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল হতে বর্ণিত যে সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন "গায়রিল মাগদুবে আলায়হিম ওয়ালাদ্বায়ালীন" বলতেন তখন আস্তে আমীন বলতেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম হাকিম, ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিবরানী, দারে কুতনী উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম বলেছেন যে উক্ত হাদীস বোখারী ও মুসলীমের শর্তের অনুরূপ ও সহীহ।

(মুসতাদরিক লিল হাকিম ২য় খন্ড ২৩২ পৃষ্ঠা)

মাসনাফে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ২য় খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠায় হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ইমামের চারটি জিনিস আস্তে বলা দরকার. সানা, তাউজ, তাসমিয়া, ও আমীন।

নামাজের মধ্যে রফা ইয়াদায়ীন হানাফী মাজহাবে জায়েজ নয়

মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ১৮১ পৃষ্ঠা, নাসায়ী ১৭৬ পৃষ্ঠা ১ম খন্ড হযরত জাবের ইবনে সোমরাহ হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন–আমি তোমাদের কে দেখেছি নামাজের মধ্যে রফা ইয়াদায়ীন করতে যেমন অবাধ্য ঘোড়া নিজের লেজ নাড়ে, নামাজ শান্তির সাথে আদায় করো।

আবু দাউদ ১ম খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা নাসায়ী ১ম খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠা হযরত আলকামা হতে বর্ণিত যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আমি তোমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মত নামাজ পড়ে দেখাব ? তারপর তিনি নামাজ পড়লেন এবং তাকবীর তাহরিমা ছাড়া হাত উঠালেন না।

তিরমিজি শরীফ ১ম খন্ড ৩৫ পৃষ্ঠা বর্ণিত যে উক্ত হাদীস হাসান এবং বহু সাহাবী এবং তাবেয়ীনগণ ইহাই মান্য কারী।

আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজ আরম্ভ করতেন তখন কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন এবং দ্বিতীয় বার আর হাত উঠাতেন না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শারাহ মায়ানীল আসার ১ম খন্ড ১৩৩ পৃষ্ঠা ইমাম ত্বাহাবী বলেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রাফা ইয়াদায়ীন করতে দেখেছেন (যার বর্ণনা বোখারী ও মুসলীমে এসেছে) তারপর তিনি নিজেই রাফা ইয়াদায়ীন ত্যাগ করেন কেননা উহা মানসুখ হয়ে গেছে।

বোখারী শরীফের শারাহ শারাহ আইনী, আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের হতে বর্ণিত যে তিনি একজন কে রুকুর প্রথমে এবং পরে হাত উঠাতে দেখলেন তখন তিনি বললেন যে এই রকম করো না কেননা ইহা এমন এক জিনিস যা হুজুর প্রথমে করেছিলেন পরে তা পরিত্যাগ করেন।

ফকিহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "আনওয়ারুল হাদীস" গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন–কোন কোন রওয়ায়েতে রুকুর প্রথমে এবং পরে রফা ইয়াদায়ীন করা উল্লেখ আছে ইহার নির্দেশ প্রথমে ছিল পরে ইহা মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে।

–ঃ বেতরের নামাজ তিন রাকায়াত ঃ–

উম্মূল মোমেনীন মা আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন যে, রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে এবং অন্য মাসে ১১ রাকায়াতের বেশী নামাজ আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাকায়াত তারপর আবার চার রাকায়াত তাহাজ্জুদের নামাজ এবং শেষে তিন রাকায়াত বেতর আদায় করতেন। (বোখারী ১ম খন্ড ১৫৪ পৃঃ, মুসলীম ১ম খন্ড ২৫৪ পৃঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিনবার দুই রাকায়াত করে চার রাকায়াত নামাজ পড়তেন এবং তারপর তিন রাকায়াত বেতর পড়তেন।

(মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন রাকায়াত বেতরের নামাজ পড়তেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম তিরমিজি বলেন যে, আহলে ইলম সাহাবা ও তাবেয়ীন গণের ইহাই মাজহাব।

তিরমিজি ১ম খন্ড ১১০ পৃঃ, জুজাজাতুল মাশাবিহ বাবুল বেতরে ২য় খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা)

হযরত আয়েষা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন রাকায়াত বেতর পড়তেন এবং তিন রাকায়াতের শেষে সালাম ফেরাতেন। ইমাম হাকিম বলেন যে এই হাদীস বোখারী ও মুসলীমের শর্ত অনুসারে সহীহ।

(মুসতাদরিক লীল হাকিম ১ম খন্ড ৩০৪ পৃষ্ঠা)

–ঃ তারাবীহ নামাজ ২০ রাকায়াত ঃ–

মুয়াত্তা ইমাম মালেকের মধ্যে হযরত ইয়াজিদ ইবনে রোমান হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন যে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সময়কালে রমজান মাসে মানুষেরা ২৩ রাকায়াত নামাজ পড়তেন। ২০ রাকায়াত তারাবীহ আর তিন রাকায়াত বেতর।

সুনানুল কোবরা ২য় খন্ড ৪৯৬ পৃষ্ঠা মাসনাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪র্থ খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন–আমরা হযরত ওমর ফারুকের সময় কালে ২০ রাকায়াত তারাবীহ নামাজ পড়তাম। উক্ত হাদীসদ্বয়ের সনদ সহীহ ঃ–

তিরমিজি শরীফ ১ম খন্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা ইমাম তিরমিজি বলেন যে অধিকাংশ আহলে ইলমের মাজহাব যে তারাবীহ নামাজ ২০ রাকায়াত যা হযরত আলী, ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং অন্যান্য সাহাবাগণের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ২০২ পৃষ্ঠা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন–ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত ওবাইয়া ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে মানুষের ইমাম নিযুক্ত করেন তিনি কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ নামাজ পড়াতেন।

মাসনাফে ইবনে আবী সাইবা ২য় খন্ড ৩৪৯ পৃষ্ঠা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে জামায়াত ছাড়া কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ নামাজ এবং বেতেরের নামাজ আদায় করতেন।

তারাবীহ তারবিহাতুন এর বহু বচন যার অর্থ বিশ্রাম করা, কেননা এই তারাবীহ নামাজে প্রত্যেক চার রাকায়াত পর কিছু সময় বিশ্রাম করা হয়। এই জন্য তারাবীহ বলা হয়। আরবী ভাষায় বহু বচন দুই এর অধিকের জন্য ব্যবহার করা হয়। যদি তারাবীহ নামাজ আট রাকায়াত হতো তবে দুই তারাবীহ (বিশ্রাম) জন্য তার - বীহাতাইনে বলা হত।

যেহেতু কুড়ি রাকায়াত নামাজ অর্থাৎ পাঁচ তারাবীহে এই জন্য ইহাকে তারাবীহ বলা হয়। যে সমস্ত হাদীসে বর্ণিত যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এগারো রাকায়াত নামাজ পড়েছেন ইহা হতে উদ্দেশ্য আট রাকায়াত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাকায়াত বেতর।

বোখারী শরীফের যে হাদীসকে গায়ের মুকাল্লিদ (লা-মাজহাবীগণ) আট রাকায়াত তারাবীহর দলীল হিসাবে পেশ করে যে হুজুর পাক এগারো রাকায়াত নামাজ পড়েছেন ইহাতে উদ্দেশ্য হচ্ছে আট রাকায়াত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাকায়াত বেতর।

আমাদের দাবীর সমর্থন ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইমাম বোখারী এই হাদীস তাহাজ্জুদ অধ্যায়ের আলোচনাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আয়েষা সিদ্দিকা হতে বর্ণিত যে রমজান মাস এবং অন্য মাসে নবীপাক এগারো রাকায়াতের বেশী নামাজ আদায় করতেন। ইহাতে প্রমাণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বদায় আট রাকায়াত নামাজ আদায় করতেন। ইহা তারাবীহ নয় তাহাজ্জুদের নামাজ।

–ঃ জানাযার নামাজে ক্বেরাত করা জায়েজ নয় ঃ–

জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা ক্বেরাত হিসাবে পড়া জায়েজ নয়। এই নামাজে সানা, দরুদ ও মাগফেরাতের দোওয়া করা সুন্নাত।

মুয়াত্তা ইমাম মালেক ২১০ পৃঃ, মাসনাফে ইবনে আবি সাইবা ৩য় খন্ড ২৯৯ পৃঃ, হযরত নাফে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জানাযার নামাজে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন না।

তিরমিজি শরীফ ১ম খন্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা ইমাম তিরমিজি বলেন যে কিছু সংখ্যক আহলে ইলম বলেন যে জানাযার নামাজে ক্বেরাত পাঠ করা অনুচিত জানাযার নামাজে প্রথম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা দ্বিতীয় নবীপাকের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ৩য় হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া চাওয়া।

ফরজ নামাজের পর দোয়া চাওয়া

আবু উমামা বলেন যে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন সময় দোয়া বেশী কবুল হয় তখন তিনি বলেন শেষ রাতের দোয়া এবং ফরজ নামাজের পর। ইহার পরে ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যে এই হাদীস হতে নামাজের পরে দোয়া চাওয়া সঠিক এবং এই সময় দোয়া কবুল হয়।

–ঃ গায়ের মুকাল্লিদদের (লা-মাজহাব) কিছু প্রশ্নের উত্তর ঃ–

প্রশ্ন ঃ– কোরআন ও হাদীসের মধ্যে তাকলীদ সমন্ধে কোন নির্দেশ নাই ।

উত্তর ঃ–কোরআন ও হাদীসের মধ্যে তাকলীদের নির্দেশ মওজুদ আছে কিন্তু যে কোন বাংলা, উর্দূ পড়া ব্যক্তির পক্ষে ইহা বোঝবার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ তায়ালার ফরমান সূরা তৌবা ১২২ আয়াত– "এবং মুসলমানদের থেকে এটা তো হতেই পারে না যে, সবই এক সাথে বের হবে, সুতরাং কেন এমন হল না যে তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটা দল বের হতো যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করত এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করত এই আশায় যে তারা সতর্ক হবে।" অনুবাদ–কানজুল ইমান।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উক্ত আয়াতে "তাফাক্কুহু ফিদ্দীন" অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করাকে ফরজ করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে মানুষদেরকে ফেকাহের বিধান মান্য করার জন্য এবং আমল করার জন্য হুকুম করা হয়েছে, ইহার নামই হচ্ছে তাকলীদ। ইহার ফরজ কোরআন শরীফের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমানিত। এই রকমই আয়াত "ফাস্‌য়ালু আহলায্‌ যিকরে ইনকুনতুম লা তালামুন" (সূরা আম্বিয়া আয়াত ৭) অর্থাৎ সুতরাং হে লোকেরা জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।

এই আয়াত দ্বারা তাকলীদ (মাসহাবের কোন ইমামের অনুসরণ করা) ওয়াজেব হওয়া প্রমানিত হয়।

সূরা নেসা ৬৯ আয়াত–"উলিল আমরে মিনকুম" অর্থাৎ উলিল আমরের মধ্যে ইমামগন, আমির, বাদশাহ, হাকিম, কাজী সকলেই রয়েছেন। উক্ত আয়াত গুলির মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের তাকলীদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ–কোরআন ও হাদীস শরীফ মানুষের পথ নির্দেশের জন্য যথেষ্ট, তাকলীদের কি প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ–নিঃসন্দেহে ইহা সত্য। কিন্তু ঐ ব্যক্তিদের জন্যই পথ প্রদর্শক হবে যারা মুকাল্লিদ। যদি না হয় তবে এই কোরআনই অনেকের জন্য পথ ভ্রষ্ঠের কারণ হয়ে যায়। আপনারা কি দেখেন নাই যারা সলফে সালেহীনদের মত পথ কে পরিত্যাগ করে নিজ বুদ্ধি দ্বারা কোরআন পাকের অর্থ বুঝে তারা কি হতে কি হয়ে গেছে ? জাগড়া- লবীগণকি কোরআন পড়ে না ? কি মির্জায়ী কাদিয়ানী কোরআন পাঠ করে না ? কি ওহাবীগণ কোরআন পড়ে না ? সকলেই তো পবিত্র কোরআনই পড়ে তবুও তারা পথ ভ্রষ্ঠ কেন ? কেবল মাত্র এই জন্যই যে তারা তাকলীদ পরিত্যাগকারী।

প্রকাশ থাকে যে কোরআন এবং হাদীসের মধ্যে এমন কিছু বিষয়াবলী আছে যার অর্থ বাহ্যিক ভাবে প্রকাশিত নয় এবং হাজার হাজার বিষয় অংশ আছে যা ভবিষ্যতে হবে যার বর্ণনা প্রকাশ্য ভাবে কোরআন ও হাদীস শরীফে নাই এই অবস্থায় তাকলীদের প্রয়োজন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ওসুলের পুস্তকে বর্ণিত যে আকায়েদ ও ঈমানের তাকলীদ নয় ইজতেহাদে তাকলীদ জরুরী। যেখানে কোরআন ও হাদীসের মধ্যে প্রকাশ্য কোন হুকুম না পাওয়া যাবে অথবা পাওয়া যাবে কিন্তু তা বিভিন্ন অর্থ বোধক তখনই এই সময় তাকলীদ জরুরী।

প্রশ্ন ঃ–সাহাবাগণ তাকলীদ করতেন না তবে আমরা কেন করব ?

উত্তর ঃ–সাহাবাগণের সময়কালেও তাকলীদ ছিল। সে সমস্ত সাহাবাগণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ দেশে যেতেন সেই দেশের লোকেরা তারই তাকলীদ করত।

শাহ ওলিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি "হুজজাতুল্লাহিল বালিগাহ" এর মধ্যে বলেছেন যে সাহাবাগণ বিভিন্ন শহরে অবস্থান করতেন এবং তাঁরা সেখানকার পথ প্রদর্শক স্বরূপ ছিলেন। অনেক বিষয় বা সমস্যাবলী তাদের সম্মুখে আসে এবং মানুষেরা ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করা আরম্ভ করে। তখন সাহাবাগণ নিজ স্মরণ শক্তির সাহায্যে গবেষনা করে উত্তর দিতেন। যদি ইহাতে ফায়সালা করতে সক্ষম না হতেন তখনই নিজ বুদ্ধি দ্বারা ইজতেহাদ করতেন।

শাহ ওলিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হির আলোচনা হতেও বোঝা গেল যে সাহারাগণের সময়কালেও তাকলীদ ছিল এবং ইহা তাকলীদে শাখ্‌সী। সাহাবাগণও ইসতেম্বাত ও ইজতেহাদ করে জটিল মসলার উত্তর দিতেন।

প্রশ্ন ঃ– মানুষ ইমাম আবু হানিফার তাকলীদ ছাড়াই কেবল মাত্র নবীর ইত্তেবা করে পূর্ণ মুসলমান হতে পারে।

উত্তর ঃ– আমরা বলি যে ঐ সময় সাহাবায়ে কেরামগণেরই ছিল। তাঁরা যখন কোন বিষয়ের মসলার প্রয়োজন হত তখন তারা রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। কিন্তু আজ ইমাম আযমের যদি তাকলীদ না করে তবে অন্য তিন ইমামের মধ্যে কাহারও না কাহারও তাকলীদ অবশ্যই করতে হবে। বর্তমান সময়ে তাকলীদ ছাড়া নবীপাকের ইত্তেবা কখনই সম্ভব নয়। কেননা কোন হাদীসকে সহীহ মনে করা অথবা তাকে মেনে নেওয়াতে কয়েকটি পথ আছে যা তাকলীদ ছাড়া অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিঃসন্দেহে গায়ের মুকাল্লিদগণ (বর্তমান লা-মাজহাবীগণ) আসলে তারা ও কঠিন মুকাল্লিদ কিন্তু তারা মুকাল্লিদ এমন উসতাদের যে মুজতাহিদ নয় অথবা এমন উলামাদের যাদের তাকলীদ করা নিষেধ।

প্রশ্ন ঃ–কোরআন ও হাদীসের মধ্যে "তাকলীদ" শব্দটি কোন স্থানে তাবেদারী, ফরমানবর দারী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। প্রত্যেক স্থানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা হতে প্রমানিত যে তাকলীদ এর অস্তিত্ব এবং তার নাম ও নিশানা নবীপাকের সময়ে ছিল না। না হলে শব্দটি ইসতেলাহী অর্থে ব্যবহৃত হত।

উত্তর ঃ–যদিও সেই সময়কালে তাকলীদ শব্দটি ইসতেলাহী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই কিন্তু তাকলীদের ইসতেলাহী অর্থ অবশ্যই পাওয়া যেত। কেবল মাত্র তাকলীদই নয় বরং হাদীস শব্দটি অথবা আহলে হাদীস শব্দটিও নিজ ইসতেলাহী অর্থে নবীপাকের সময়কালে ব্যবহৃত হত না।

হাদীসের প্রকার ভেদ সহীহ, জয়ীফ, শাজ, মুনকাল, মুরসাল, মুনকাতা প্রভৃতি শব্দগুলিও ঐ সময় কালে ইসতেলাহী অর্থে ব্যবহৃত হত না। তাহলে কি কেউ দাবী করবে যে হাদীস অথবা হাদীসের প্রকার ঐ সময়ে কোন অস্তিত্ব ছিল না ? কেননা ঐ শব্দ গুলো হুজুর পাকের সময় কালে ইসতেলাহী অর্থে ব্যবহৃত ছিল না। তাকলীদ শব্দটিও এই রকমই। প্রকাশ থাকে যে সহীহ বোখারী শরীফের লেখক মহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হির মুকাল্লিদ ছিলেন।

গায়ের মুকাল্লিদগণ যার কথাকে দলীল হিসাবে মান্য করে নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ ভূপালী ইহা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, আবু দাউদ শরীফের লেখক তিনিও মুকাল্লিদ ছিলেন।

নাসায়ী শরীফের লেখক হযরত ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হির মুকাল্লিদ ছিলেন।

গায়ের মুকাল্লিদগণ (লা-মাজহাবীগণ) ও তাকলীদ করে ইবনে তাইমিয়ার। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া নিজে পথভ্রষ্ট এবং পথ ভ্রষ্টকারী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আসলে লা মাজহাবীগণ অর্থাৎ বর্তমানে আহলে হাদীসগণও মুকাল্লিদ কিন্তু পথ ভ্রষ্টের মুকাল্লিদ সুতরাং তারাও পথভ্রষ্ট এবং পথ ভ্রষ্টকারী।

(সংগৃহিত–ফেকহুল ফকিহ- ফকিহে আযম আল্লামা আবু ইউসফ মহম্মদ শরীফ,মুহাদ্দীসে কুটলবী)

মোট কথা ইমাম আযম ইমাম, মুসলমানদের ইমাম, ইমামদের ইমাম। তিনি মুফাসসির ও মুহাদ্দীস। কোরআন ও হাদীসের মত ও পথকে তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর প্রতিটি মসলা-ফাতাওয়া কোরআন ও হাদীসের আলোকে। তাঁর জীবনের এমন কোন সিদ্ধান্ত নাই কোরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ তাঁর মত-পথ-মসলা-কোরআন হাদীসের ফায়সালা। তাঁর অনুসরণই কোরআন হাদীস-উসওয়াতুন হাসানা নবীপাকের অনুসরণ।

সহীহ হাদীসের কেতাব সমূহ

কিছু বেদাতী এই প্রোপাগান্ডা করে যে হানাফী সম্প্রদায় বোখারী শরীফ কে সহীহ হাদীস মান্য করে কিন্তু বোখারী শরীফের উপর আমল করে না। ইহাতে লেখা আছে রফাই ইদাইন করো, আমিন জোরে বলো, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ো প্রভৃতি কিন্তু ইহার পরেও কেন হানাফী সম্প্রদায় ইহার উপর আমল করে না ? ইহার উত্তরে বোখারী শরীফের ব্যখ্যা কারী লিখেছেন যে কোরআন হাদীসের পরে সহীহ বলার উদ্দেশ্য কখনও ইহা নয় যে কোরআন শরীফের মত অক্ষর শব্দ বা বিন্দ সহীহ এবং হক্ক। তার সারমর্ম এই যে আজ পর্যন্ত যত হাদীসের কেতাব লিখিত হয়েছে ইহার মত সহীহ হাদীসের সঙ্গে জয়ীফ হাদীস ও আছে ইহাতে বোখারীও বাদ নয়। তবে অন্যান্য কেতাব সমূহের তুলনায় ইহার মধ্যে জয়ীফ হাদীস কম আছে। যারা বোখারী শরীফকে সহীহ হাদীস বলেছেন তারা একমাত্র হাদীসের কারণেই বলেছেন। কিন্তু ইমাম বোখারী নামাজ সম্পর্কীত কিছু বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত মোতাবিক কিছু পরিচ্ছদের শিরোনাম নিদৃষ্ট করেছেন এবং কিছু বিষয়ের জন্য এমন হাদীস প্রমান উপস্থিত করেছেন যা মাজনুষ (রহিত)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিন্তু সল্প জ্ঞানের লোক বলে যে কেবলমাত্র ঐ হাদীস গ্রহণ যোগ্য যা বোখারী শরীফে আছে। ইহা ছাড়া অন্য হাদীস গ্রহণ যোগ্য নয়। এই রকম মন্তব্য সম্পূর্ণ ভুল ও গোমরাহী। এই ধারণা বা মত কি কোন আয়াত হতে প্রমাণিত ? না ইমাম বোখারী নিজে এই রকম মন্তব্য করেছেন ? কখনই নয় বরং ইমাম বোখারী বলেছেন যে আমি এই সহী কেতাবে সহীহ হাদীসই একত্রিত করেছি কিন্তু অনেক সহীহ হাদীস ও বর্ণনা করা হয় নাই।

ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন যে এক লক্ষ সহীহ হাদীস ও দুই লক্ষ সহীহ হাদীস মুখস্থ ছিল। কিন্তু সহীহ বোখারীতে মোট সাত হাজার দুই শত পঁচাত্তরটি হাদীস আছে। যদি তাকরার হাদীসকে (পুনঃরুক্তি) হাদীস কে বাদ দেওয়া হয় তবে মোট চার হাজার হাদীস অবশিষ্ট থাকবে।

(আলআকমালোফি আলমায়ীর রেজাল পৃঃ ১০৮)

যদি সহীহ বোখারীর মোট হাদীসকে ইমাম বোখারীর ইরশাদ মোতাবিক এক লক্ষ সহীহ হাদীস হতে বের করে নেওয়া হয় তবুও বিরানব্বই হাজার সাত শত পঁচিশটি সহীহ হাদীসের এক বিরাট অংশ বাকী থেকে যায়।

ইমা বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হির মোকাল্লিদ ছিলেন অর্থাৎ শাফেয়ী মাজহাব মান্যকারী ছিলেন। এই জন্য তিনি এক লক্ষ হাদীস সমূহের মধ্যে হতে ঐ হাদীস সমূহ একত্রিত করেছেন যা শাফেয়ী মাজহাবের জন্য দলীল। এই রকম ইমাম মুসলীম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন যে আমি এই কেতাবের মধ্যে অর্তাৎ মুসলীম শরীফের মধ্যে যে হাদীস সমূহ একত্রিত করেছি তা সহীহ। কিন্তু আমি বলি না যে যে সমস্ত হাদীস সমূহকে আমি মুসলীম শরীফে একত্রিত করি নাই তা জয়ীফ।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলীম এর ইরশাদ হতে প্রমাণিত যে কোন হাদীস বোখারী বা মুসলিম শরীফের মধ্যে না হওয়া কখনই ইহা দলীল নয় যে ইহা জয়ীফ হাদীস।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রকৃত বিষয় হল ওসুল এবং অইন অণুসারে যদি হাদীস জয়ীফ হয় তবে উহা বোখারী মুসলীমের মধ্যে ডাওয়া গেলেও জয়ীফ।

আর যদি রাবী (বর্ণনাকারী) কাবী (বনিষ্ঠ) হয় এবং ঐ হাদীস যদি সিহাহ সিত্তা (ছয়খানা সহীহ হাদীস) ছাড়া ও অন্য কোন হাদীসের কেতাবে বর্ণিত হয় তবে তা কখনই জয়ীফ নয়।

কিন্তু বর্তমান সময় ওহাবী, দেওবন্দী, লা-মাজহাবী সম্প্রদায় প্রোপাগান্ডা করে যে ছয় খানা হাদীস অর্থাৎ সিহাহ সিত্তা ছাড়া অন্য কোন হাদীস মান্য করা চলবে না। ইহা তাদের মুর্খামী ভন্ডতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কথার ও কোন দলীল নাই। ইহা তাদের মনগড়া ভুল কথা।

আল্লামা সাখাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন যে এই দুই হাদীসের কেতাব অর্থাৎ বোখারী ও মুসলীম এর মওধ্য সমস্ত সহীস হাদীসকে একত্রিত করা হয় নাই। তাদেই শর্ত মোতাবিক সমস্ত হাদীস তাদের কেতাবের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। (ফতহুল মোগিস ১ম খন্ড ৩৩ পৃ)

জ্ঞানীগণের নিকট ইহাও প্রমাণিত যে এই দুই কেতাবের মধ্যে জয়ীফ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। এ রকম জয়ীফ রাবীদের বর্ণনা করে আল্লামা সাখাবী বলেণ যে রাবীদের বর্ণনা ইমাম বোকারী করেছেন তাদের সংখ্যা ৪৩৫। তাদের ৮০ জন রাবীকে জয়ীফ বলা হয়েছে। আর ইমাম মুসলীম যে সমস্ত রওয়াত বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ৬২০ জন। তাদের মধ্যে ১৬০ জনকে জয়ীফ বলা হয়।

(ফতহুল মোগিস ১ম খন্ড ২৯ পৃঃ)

আইয়েম্মায়ে সালাসা ও সিহাহ সিত্তার মহাদ্দীসগণ

আইয়েম্মায়ে সালমা অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহম্মদ বি হাম্বল এবং সিহা সিত্তার সমস্ত মুহাদ্দীসগণ সরাসরী অথবা পরোক্ষ ভাবে ইমাম আবু হানিফার ছাত্র। যেমন ইমাম মালেক ইমাম আযমের ছাত্র এবং ইমাম শাফেয়ী ইমাম মহম্মদ বিন হাসানের ছাত্র এবং ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল ইমাম আবু ইউসফের ছাত্র। এই দুইজন ইমাম মহম্মদ ও ইমাম আবু ইউসফ ইমাম আযমের প্রসিদ্ধ ছাত্র।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইহা জানা গেল যে ইমা আহম্মদ বিন হাম্বল ইমাম আবু ইউসফের ছাত্র এবং ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বলের ছাত্রদের মধ্যে ইমাম বোখালী, ইমাম মুসলীম এবং ইমাম আবু দাউদ। ইমাম তিরমিজি বোখারী ও মুসলীম হতে এবং ইমাম নাসায়ী ও ইমাম আবু দাউদ হতে জ্ঞান লাভ করেছেন। ইমা ইবনে মাজাও একই ভাবে ছাত্ররাহেমাহুল্লাহু তায়ালা। অর্থাৎ সিহাহ সিত্তার সমস্ত মুহাদ্দীসগণ পরোক্ষ ভাবে ইমাম আযমের ছাত্র।

ইমাম আযমের স্থান ও ইমাম বোখারী

চতূর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা মুহাদ্দীস বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি গয়ের মোকাল্লিদদের এক প্রশ্নের উত্তরে অধিক দলীল দেয়ে শেষে বলেন যে ইমামূল আইয়েম্মা ইমামে আলাম ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সম্পর্কে ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে সমস্ত মুজতাহীদগণ ইমাম আবু হানিফার সন্তান।

সুতরাং জানা গেল যে ইমাম আযমের স্থান ইমাম বোখারী অপেক্ষা কত উর্দ্ধে। কেননা ইমাম বোখারী ইমাম আযমের নীচে মধ্যম স্তরের ছাত্র।

সমাপ্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in